অধ্যায় ০৮

মুদ্রা, ব্যাংক ও ব্যাংকিং
Currency, Bank and Banking

এ অধ্যায়ে অনন্য সংযোজন

একনজরে অধ্যায় বিশ্লেষণ

প্রস্তুতি সহায়ক সুপার কুইজ

শিখনফল ও টপিকের ধারায় প্রশ্নোত্তর

বোর্ড ও স্কুলের প্রশ্নোত্তর

মাস্টার ট্রেইনার প্রণীত প্রশ্নোত্তর

যাচাই ও মূল্যায়ন

আলোচ্য বিষয়াবলি

▸ মুদ্রা ও তার ইতিহাস ▸ মুদ্রা ▸ মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক ▸ ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার ▸ ব্যাংক ব্যবসার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ।

ভূমিকা — অধ্যায়ের প্রাথমিক ধারণা

উনবিংশ শতাব্দীর শুরুতে কাগজী মুদ্রার প্রচলন হয়। বর্তমানে কাগজী মুদ্রার সাথে সাথে ধাতব মুদ্রার প্রচলন থাকলেও ধাতব মুদ্রার ব্যবহার এখন ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। মুদ্রা প্রচলনের পর পরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। বর্তমানে আমরা যে ব্যাংক ব্যবস্থার সাথে পরিচিত তার উৎপত্তির পেছনে অবশ্যই একটি সুদীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। কিন্তু উৎপত্তির এ ইতিহাস সম্পর্কিত সঠিক কোনো তথ্য পাওয়া না গেলেও অর্থনৈতিক ইতিহাসনির্ভর তথ্যের ভিত্তিতে বলা যায় যে, মুদ্রা ব্যবস্থার আবির্ভাব এবং মুদ্রা ব্যবহারের প্রথম যুগ থেকেই ব্যবসায়-বাণিজ্য, লেনদেন এবং মুদ্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকে ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়েছে। ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা ও ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। ব্যাংকের আইনসংগত কার্যাবলির সমষ্টিকে ব্যাংকিং বলা হয়। আর ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিবর্গ ব্যাংকার হিসেবে গণ্য হয়।

শিখনফল বিশ্লেষণ : একনজরে বোর্ড মার্কের মাধ্যমে অধ্যায়টির গুরুত্বপূর্ণ শিখনফল—

শিখনফল ১ : মুদ্রা ও তার ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে পারবে। [য. বো. '২০; দি. বো. '১৯; সকল বোর্ড '১৮]

শিখনফল ২ : ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকারের মধ্যে যোগসূত্র নির্ণয় করতে পারবে। [দি. বো. '১৯]

শিখনফল ৩ : ব্যাংক ব্যবসার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ বর্ণনা করতে পারবে। [য. বো. '১৯; সকল বোর্ড '১৮]

একনজরে অধ্যায় সূচি — অধ্যায়ে প্রতিটি বিষয় যেভাবে উপস্থাপিত হয়েছে

- বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ ---------- পৃষ্ঠা ৪৩৮
- অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান ---------- পৃষ্ঠা ৪৪০
- সুপার কুইজ ---------- পৃষ্ঠা ৪৪০
- বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৪৪১
- সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৪৪৫
- জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৪৪৬
- সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৪৪৮
- সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক ও উত্তর ---------- পৃষ্ঠা ৪৫৯
- এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স ---------- পৃষ্ঠা ৪৬০
- অধ্যায়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ মডেল টেস্ট ---------- পৃষ্ঠা ৪৬১

PART 01

বিশ্লেষণ
Analysis

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ও পাঠ্যবইয়ের শিখনফল বিশ্লেষণের মাধ্যমে অধ্যায়ের গুরুত্ব নির্ধারণ

বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ

সহজ প্রস্তুতির জন্য একনজরে অধ্যায়ের গুরুত্ব

বহুনির্বাচনি অভীক্ষা : বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় এ অধ্যায়ে আসা বহুনির্বাচনি প্রশ্নসংখ্যা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো।

সাল \ বোর্ড	ঢাকা	রাজশাহী	যশোর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	বরিশাল	দিনাজপুর	ময়মনসিংহ
২০২৪	১টি	১টি	২টি	১টি	২টি	২টি	২টি	২টি	–
২০২৩	এসএসসি পরীক্ষা ২০২৩-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসেনি।								
২০২২	এসএসসি পরীক্ষা ২০২২-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসেনি।								
২০২১	এসএসসি পরীক্ষা ২০২১-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসেনি।								
২০২০	২টি	১টি	১টি	২টি	১টি	১টি	২টি	২টি	১টি
২০১৯	১টি	২টি	২টি	১টি	৩টি	১টি	১টি	২টি	–
২০১৮	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ১টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এসেছে।								
২০১৭	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ৩টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এসেছে।								
২০১৬	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ৩টি বহুনির্বাচনি প্রশ্ন এসেছে।								

সৃজনশীল প্রশ্ন : বিগত সকল বোর্ড পরীক্ষায় এ অধ্যায়ে আসা সৃজনশীল প্রশ্নসংখ্যা নিচের ছকে উপস্থাপন করা হলো।

সাল \ বোর্ড	ঢাকা	রাজশাহী	যশোর	কুমিল্লা	চট্টগ্রাম	সিলেট	বরিশাল	দিনাজপুর	ময়মনসিংহ
২০২৪	এসএসসি পরীক্ষা ২০২৪-এ এই অধ্যায়টি থেকে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন আসেনি।								
২০২৩	এসএসসি পরীক্ষা ২০২৩-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসেনি।								
২০২২	এসএসসি পরীক্ষা ২০২২-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসেনি।								
২০২১	এসএসসি পরীক্ষা ২০২১-এর শর্ট সিলেবাসে এ অধ্যায়টি অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় কোনো প্রশ্ন আসেনি।								
২০২০	–	–	১টি	–	–	–	–	–	–
২০১৯	–	–	১টি	–	–	–	–	১টি	–
২০১৮	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে ১টি সৃজনশীল প্রশ্ন এসেছে।								
২০১৭	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন আসেনি।								
২০১৬	সমন্বিত বোর্ডে একটি প্রশ্নপত্রে পরীক্ষা হয়েছে। এ অধ্যায় থেকে কোনো সৃজনশীল প্রশ্ন আসেনি।								

লেখচিত্রে বিশ্লেষণ : এ অধ্যায়টি ২০২৭ সালের বোর্ড পরীক্ষার জন্য কতটা গুরুত্বপূর্ণ তা বোঝাতে লেখচিত্রে বিশ্লেষণ করে দেখানো হলো। বহুনির্বাচনি ও সৃজনশীল উভয় লেখচিত্রের X অক্ষে 'বোর্ড' এবং Y অক্ষে 'প্রশ্নসংখ্যা' উপস্থাপিত হলো।

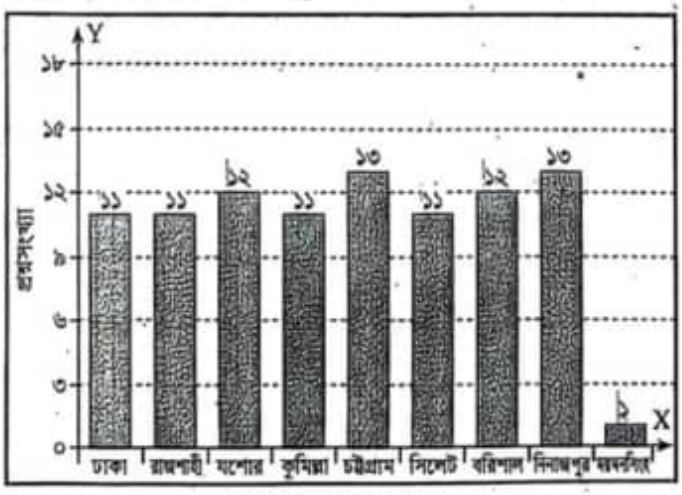

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন বিশ্লেষণ

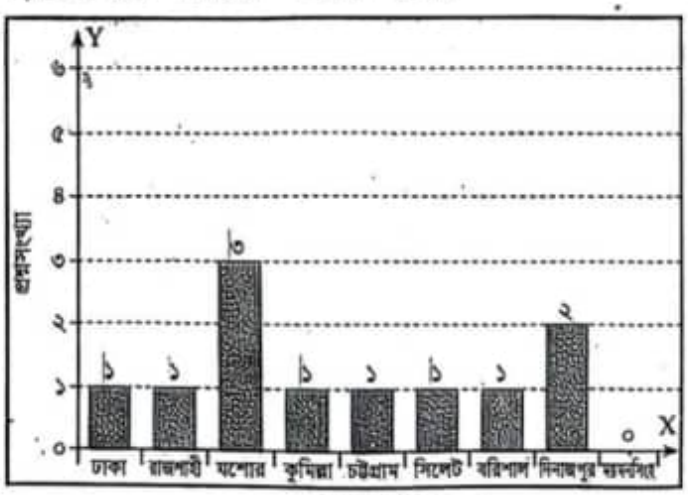

সৃজনশীল প্রশ্ন বিশ্লেষণ

PART 02

অনুশীলন Practice

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য ১০০% সঠিক ফরম্যাট অনুসরণে শিখনফল এবং টপিকের/বিষয়বস্তুর ধারায় প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ বিশ্লেষণ (Text Analysis)

সৃজনশীল, সংক্ষিপ্ত, বহুনির্বাচনি ও দক্ষতা স্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর এবং চিন্তন দক্ষতা ও মেধাবিকাশে সহায়ক

মুদ্রা ও তার ইতিহাস

প্রথমে মানুষ পরস্পরের মধ্যে তার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা নির্বাহ করত।

বিনিময়ের মাধ্যম মুদ্রা হিসেবে বিভিন্ন সময় কড়ি, হাঙ্গরের দাঁত, হাতির দাঁত, পাথর, ঝিনুক, পোড়ামাটি, তামা, রুপা, সোনা ইত্যাদি ব্যবহার হতো।

ব্যবহার, স্থানান্তর, বহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনের কারণে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি।

কাগজি মুদ্রার প্রচলন উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়। কাগজের সহজলভ্যতা, সহজে বহনযোগ্য হওয়া এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

মুদ্রা → বিনিময়ের মাধ্যম

মুদ্রা → মূল্যের পরিমাপক

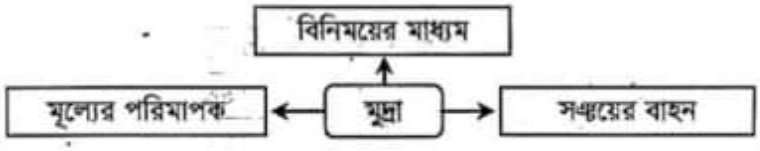

মুদ্রা → সঞ্চয়ের বাহন

মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক

- মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।
- মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়।
- ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হলো মুদ্রা।
- ব্যাংক জনগণের অতিরিক্ত অর্থ স্বল্প সুদে সঞ্চয় হিসেবে গ্রহণ করে।
- আমানতকৃত অর্থ বর্ধিত সুদে ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে।
- মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত।

ব্যাংক ⇒ ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের কাছ থেকে সুদ বা মুনাফার বিনিময়ে আমানত সংগ্রহ করে এবং মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে তা বিনিয়োগ করে।

ব্যাংকিং ⇐ ব্যাংকের সকল আইনসংগত কার্যাবলি।

ব্যাংকার ⇐ ব্যাংকের সকল আইনসংগত কার্যাবলি প্রত্যক্ষভাবে যে বা যারা সম্পাদন করে।

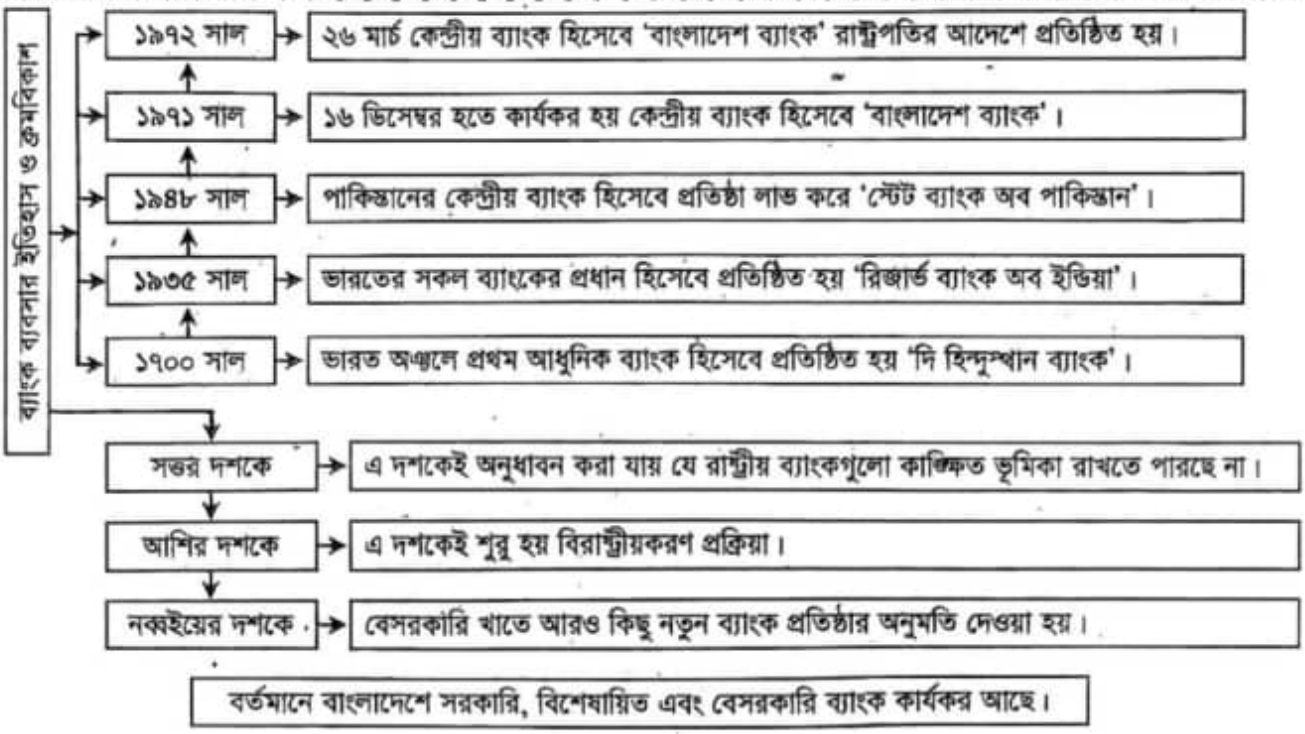

ব্যাংক ব্যবসার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

- ১৭০০ সাল → ভারত অঞ্চলে প্রথম আধুনিক ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'দি হিন্দুস্থান ব্যাংক'।
- ১৯৩৫ সাল → ভারতের সকল ব্যাংকের প্রধান হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় 'রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া'।
- ১৯৪৮ সাল → পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে প্রতিষ্ঠা লাভ করে 'স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান'।
- ১৯৭১ সাল → ১৬ ডিসেম্বর হতে কার্যকর হয় কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'বাংলাদেশ ব্যাংক'।
- ১৯৭২ সাল → ২৬ মার্চ কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে 'বাংলাদেশ ব্যাংক' রাষ্ট্রপতির আদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়।
- সত্তর দশকে → এ দশকেই অনুধাবন করা যায় যে রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলো কাঙ্ক্ষিত ভূমিকা রাখতে পারছে না।
- আশির দশকে → এ দশকেই শুরু হয় বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া।
- নব্বইয়ের দশকে → বেসরকারি খাতে আরও কিছু নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠার অনুমতি দেওয়া হয়।

বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারি, বিশেষায়িত এবং বেসরকারি ব্যাংক কার্যকর আছে।

অনুশীলনমূলক কাজ ও সমাধান

সৃজনশীল, সংক্ষিপ্ত, বহুনির্বাচনি ও দক্ষতা স্তরভিত্তিক প্রশ্নের উত্তর এবং চিন্তন দক্ষতা ও মেধাবিকাশে সহায়ক

কর্মপত্র ১ ‖ বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা ও কাগজি মুদ্রার তালিকা প্রস্তুত কর। ● পাঠ্যবই পৃষ্ঠা ৮৪

সমাধান : শিক্ষার্থী বন্ধুরা, তোমরা শিক্ষকের সাথে পরামর্শ করে কাজটি নিজে করবে। তবে তোমাদের সুবিধার্থে নিচে বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা ও কাগজি মুদ্রার তালিকা প্রস্তুত করে দেখানো হলো—

বাংলাদেশে প্রচলিত ধাতব মুদ্রা	বাংলাদেশে প্রচলিত কাগজি মুদ্রা
১ টাকা ২ টাকা ৫ টাকা	১ টাকা ২ টাকা ৫ টাকা ১০ টাকা ২০ টাকা ৫০ টাকা ১০০ টাকা ৫০০ টাকা ১০০০ টাকা

সুপার কুইজ

যেকোনো বহুনির্বাচনি প্রশ্নের সঠিক উত্তরের নিশ্চয়তায় অনুচ্ছেদের লাইনের ধারায় কুইজ আকারে প্রশ্ন ও উত্তর

প্রিয় শিক্ষার্থী, নতুন পাঠ্যবইয়ের অনুচ্ছেদ ও লাইনের ধারাবাহিকতায় ভিন্ন ধারার কুইজ টাইপ প্রশ্নাবলি এ অংশে সংযোজন করা হলো। প্রশ্নগুলোর উত্তর ঝটপট পড়ে নাও। এরপর বহুনির্বাচনি অংশের প্রশ্নোত্তরের অনুশীলন করো। দেখবে, সহজেই যেকোনো বহুনির্বাচনির সঠিক উত্তর নিশ্চিত করা যাচ্ছে।

১. 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য'— এ প্রথাটি পরিচিত ☞ বিনিময় প্রথা হিসেবে।
২. বিনিময় প্রথার ইংরেজি হলো ☞ Barter System.
৩. বিনিময়ের মাধ্যম মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হতো ☞ কড়ি, হাঙরের দাঁত, হাতির দাঁত, পাথর, ঝিনুক, পোড়া মাটি, তামা, রুপা, সোনা ইত্যাদি।
৪. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যা সকলের নিকট গ্রহণীয়, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাই ☞ মুদ্রা।
৫. কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় ☞ উনবিংশ শতাব্দীতে।
৬. কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করার কারণ হলো ☞ সহজলভ্যতা, বহনযোগ্যতা, নিরাপত্তা প্রভৃতি।
৭. মুদ্রাকে বলা হয় ব্যাংক ব্যবস্থার ☞ জননী।
৮. ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হলো ☞ মুদ্রা।
৯. কোনো বস্তুবিশেষের স্তূপ, কোষাগার, লম্বা টেবিল এগুলো হলো ☞ 'ব্যাংক' শব্দটির আভিধানিক অর্থ।
১০. 'ব্যাংক' শব্দটির ল্যাটিন উৎপত্তির পেছনে ইতালির যে অঞ্চলটির ভূমিকা বেশি ছিল সেটি হলো ☞ Lombardy Street.
১১. Banco, Bangk, Banque, Bancus এ শব্দগুলো হলো ☞ ল্যাটিন।

১২. যাদের ব্যয়ের তুলনায় আয় বেশি তারা হলো ☞ সঞ্চয়কারী।

১৩. LC-এর পূর্ণরূপ ☞ Letter of Credit.

১৪. মুদ্রা, অর্থ, বিনিয়োগ, সঞ্চয়ের বিবর্তন ও ধারাবাহিকতার ফসল হচ্ছে ☞ ব্যাংক ব্যবস্থা।

১৫. প্রথম ব্যাংক ব্যবস্থা ইতিহাসে স্থান করে নেয় ☞ খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০ সালে।

১৬. খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০ সাল পর্যন্ত ব্যাংক ব্যবসায়ের উন্নয়নে যে সভ্যতাগুলো অবদান রাখে সেগুলো হলো ☞ ব্যাবিলনীয় সভ্যতা, রোমান সভ্যতা, চৈনিক সভ্যতা, গ্রিক সভ্যতা প্রভৃতি।

১৭. ব্যাংক অব ইংল্যান্ড প্রতিষ্ঠিত হয় ☞ ১৬৯৪ সালে।

১৮. দি হিন্দুস্তান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ☞ ১৭০০ সালে।

১৯. ভারতের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয় ☞ ১৯৩৫ সালে।

২০. পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হয় ☞ ১৯৪৮ সালে।

২১. ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ রাষ্ট্রপতির আদেশে প্রতিষ্ঠিত কেন্দ্রীয় ব্যাংক হিসেবে বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যকাল ধরা হয় ☞ ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর থেকে।

২২. বিরাষ্ট্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় ☞ আশির দশকে।

২৩. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কর্মরত ব্যাংক এবং শাখার সংখ্যা ছিল ☞ ব্যাংক ১২টি এবং শাখা ১০৯০টি।

২৪. মুক্তিযুদ্ধ পরবর্তী স্বাধীন বাংলাদেশে রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের সংখ্যা ছিল ☞ ৬টি।

২৫. ধাতব পদার্থ সরবরাহে ঘাটতির প্রধান কারণ ☞ জনসংখ্যা বৃদ্ধি।

২৬. কোনটি গঠনে মুদ্রা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে? ☞ সঞ্চয়।

২৭. বাংলাদেশে কাগজি মুদ্রার কারণে ব্যবহার কমেছে ☞ ধাতব মুদ্রার।

২৮. বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রা ☞ কাগজি নোট।

২৯. পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণে পরিমাপক হিসেবে কাজ করে ☞ মুদ্রা।

৩০. মুদ্রা এবং ব্যাংক,পরস্পরের সম্পর্ক কীরূপ? ☞ পরিপূরক।

৩১. ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? ☞ ব্যাংকের আইনসঙ্গত কার্যাবলি।

৩২. অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ নেওয়ার নিরাপদ প্রতিষ্ঠান কোনটি? ☞ ব্যাংক।

৩৩. লোম্বার্ডি স্ট্রিট (Lombardy Street) কোথায় অবস্থিত? ☞ ইতালি।

৩৪. মুদ্রার সবচেয়ে প্রধান কাজ কোনটি? ☞ বিনিময়ের মাধ্যম।

৩৫. কার ইতিহাস খুবই বিচিত্র? ☞ মুদ্রার।

৩৬. বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় ব্যাংক ☞ বাংলাদেশ ব্যাংক।

৩৭. 'বাংলাদেশ ব্যাংক' কার আদেশে প্রতিষ্ঠিত হয় ☞ রাষ্ট্রপতি।

৩৮. প্রত্যয়পত্র ইস্যু করে কে? ☞ ব্যাংক।

৩৯. ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে বলা হয় ☞ ব্যাংকার।

৪০. মুদ্রা প্রচলনের পরপরই প্রয়োজন দেখা দেয় ☞ ব্যাংক ব্যবস্থার।

৪১. বিনিময় বিল প্রত্যয়ন করা কার কাজ? ☞ ব্যাংক।

৪২. দেশে কোনো ব্যাংক বা আর্থিক প্রতিষ্ঠান গঠনের জন্য কার অনুমতির প্রয়োজন হয়? ☞ কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

৪৩. ব্যাংকিং ব্যবসায়ের অভিভাবকের দায়িত্ব পালন করে কোন ব্যাংক? ☞ কেন্দ্রীয় ব্যাংক।

৪৪. মূল্যবান দলিল, সার্টিফিকেট, গহনা প্রভৃতি নিরাপদে সংরক্ষণ করে কে? ☞ ব্যাংক।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় নির্ভুল উত্তর সংবলিত A+ গ্রেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর — প্রশ্নের মান ১

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

১. মানব সভ্যতার বিবর্তনে কেন দ্রব্যাদি একে অপরের সাথে বিনিময়ের প্রয়োজন হয়?
ⓐ চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে
ⓑ সামাজিক বন্ধন বাড়াতে
ⓒ দ্রব্যসমূহ স্থানান্তরের নিমিত্তে
ⓓ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য
উত্তর: ক

২. কাগজি মুদ্রা প্রচলনের কারণ—
i. ধাতুর বিকল্প ব্যবহার
ii. ধাতব মুদ্রার দীর্ঘস্থায়িত্ব
iii. ধাতব পদার্থের দুষ্প্রাপ্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii
ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii
উত্তর: খ

■ নিচের উদ্দীপকটি পড় এবং ৩ ও ৪ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও :
গল্পচ্ছলে সীমা একদিন তার দাদির কাছ থেকে জানতে পারল যে আগেকার যুগে মানুষেরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য একেকজনের সাথে বিনিময় করত, কিন্তু তাতে করে সব ধরনের পণ্য বিনিময় করা যেত না।

৩. তখনকার দিনে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য মূলত—
i. সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতো
ii. চাহিদা পূরণ করতে ব্যবহৃত হতো
iii. অতিরিক্ত হওয়ায় বিনিময় করা হতো
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓐ i ও ii ⓑ i ও iii ⓒ ii ও iii ⓓ i, ii ও iii
উত্তর: গ

৪. কীসের মাধ্যমে পণ্য বিনিময়ের অসুবিধা দূর হয়?
ⓐ জাহাজ আবিষ্কারের ফলে
ⓑ ধাতব মুদ্রার প্রচলনের মাধ্যমে
ⓒ ভৌগোলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি হওয়ায়
ⓓ মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়
উত্তর: খ

বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় টপ গ্রেডেড বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর

চূড়ান্ত সিলেবাসের আলোকে

৮.১ মুদ্রা ও তার ইতিহাস ▸ পাঠ্যবই; পৃষ্ঠা ৮৪

- প্রথমে মানুষের চাহিদা ছিল খুব ☞ সীমিত।
- মানুষ নিজেদের চাহিদা নির্বাহ করত ☞ দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে।
- বিনিময় প্রথা হিসেবে পরিচিত ☞ দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য।
- Barter System হলো ☞ দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য প্রথা।
- মুদ্রার ইতিহাস ☞ খুবই বিচিত্র।
- আদিম যুগের মুদ্রা হলো ☞ তামা, ঝিনুক, হাতির দাঁত ইত্যাদি।
- ধাতব পদার্থ সরবরাহে ঘাটতির প্রধান কারণ ☞ জনসংখ্যা বৃদ্ধি।
- কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয় ☞ উনবিংশ শতাব্দীতে।
- বর্তমানে কাগজি মুদ্রার কারণে ব্যবহার কমেছে ☞ ধাতব মুদ্রার।

৫. দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করে কোনটি? [ঢা. বো. '২৪]
ক ব্যাংক খ পণ্য
গ চেক ঘ মুদ্রা

৬. দ্রব্য বিনিময় প্রথার সমস্যা কোনটি? [কু. বো. '২০]
ক সঞ্চয়ের অভাব খ উপযোগের অভাব
গ প্রয়োজনীয়তার অভাব ঘ মিলের অভাব

৭. দ্রব্য বিনিময় প্রথার সমস্যা হলো— [চ. বো. '২০]
i. চাহিদা ও যোগানের অসামঞ্জস্যতা
ii. সংরক্ষণের অসুবিধা
iii. পণ্যের মূল্য নির্ধারণে অসুবিধা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৮. ধাতব মুদ্রার প্রচলন কমে যাওয়ার কারণ— [রা. বো. '১৯; য. বো. '২৪; ঢ. বো. '২৪; ব. বো. '২০]
i. ধাতুর বিকল্প ব্যবহার
ii. ধাতব মুদ্রার দীর্ঘস্থায়িত্ব
iii. ধাতব পদার্থের দুষ্প্রাপ্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

৯. নিচের কোনটি সঠিক? [ঢা. বো. '১৯]
ক মুদ্রার ইতিহাস খুবই বৈচিত্র্যহীন
খ মুদ্রা সঞ্চয়ের বাহন হিসাবে কাজ করে
গ টাকা সকল দেশেই গ্রহণযোগ্য মুদ্রা
ঘ মুদ্রার গ্রহণযোগ্যতা দিন দিন কমছে

১০. কাগজি মুদ্রা প্রচলনের কারণ ছিল— [চ. বো. '১৯]
i. দ্রব্যের মান
ii. দ্রব্যের ওজন
iii. দ্রব্যের মজুদযোগ্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১১. কাগজি মুদ্রা প্রচলনের কারণ— [সকল বোর্ড '১৭]
i. ধাতব মুদ্রার বিকল্প ব্যবহার
ii. ধাতব মুদ্রার দীর্ঘস্থায়িত্ব
iii. ধাতব পদার্থের দুষ্প্রাপ্যতা
নিচের কোনটি সঠিক?
ক ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

১২. কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয় কখন? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক পঞ্চদশ শতাব্দীতে খ অষ্টাদশ শতাব্দীতে
গ উনবিংশ শতাব্দীতে ঘ বিংশ শতাব্দীতে

সৃজনশীল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৩ ও ১৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অনেকদিন আগের কথা সলিম মিয়া নামের একজন ব্যক্তি তার কৃষি জমিতে ধান উৎপন্ন করতেন। তার বিনিময়ে তিনি করিম মিয়ার নিকট থেকে ডাল সংগ্রহ করতেন। ফলে তাদের মধ্যে প্রায়ই মূল্য নির্ধারণের সমস্যা দেখা দিত। [মাইলস্টোন কলেজ, ঢাকা]

১৩. উদ্দীপকে কোন যুগের কথা বলা হয়েছে?
ক মুদ্রার যুগের খ দ্রব্য বিনিময় যুগের
গ প্রাচীন যুগের ঘ ব্যবসায় যুগের

১৪. সলিম ও করিমের বিনিময়ের মাধ্যম কী ছিল?
ক অর্থ খ ধাতব মুদ্রা
গ দ্রব্য ঘ টাকা

১৫. সঞ্চয়ের ভান্ডার কোনটি? [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
ক পণ্য খ সোনা
গ ডলার ঘ চাল
▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : অর্থ বা মুদ্রা বা ডলার সঞ্চয়ের বাহন বা ভান্ডার হিসেবে কাজ করে।

১৬. মানব সভ্যতার বিবর্তনে কেন দ্রব্যাদি একে অপরের সাথে বিনিময়ের প্রয়োজন হয়?
ক চাহিদা পূরণের প্রয়োজনে খ সামাজিক বন্ধন বাড়াতে
গ দ্রব্যসমূহ স্থানান্তরের নিমিত্তে ঘ যোগাযোগ ব্যবস্থা উন্নয়নের জন্য

১৭. মানব সৃষ্টি ও সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের কী বৃদ্ধি পেয়েছে?
ক চাহিদার খ অর্থের
গ লেনদেনের ঘ কর্মকান্ডের

সৃজনশীল

নিচের উদ্দীপকটি পড়ে ১৮ ও ১৯নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিনিময় প্রথার সর্বপ্রথম নুড়ি পাথরের ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে ধাতব মুদ্রা ও মানুষের প্রয়োজনে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয়। বিশ্বের সর্বত্র মুদ্রা ব্যবহারের জনপ্রিয়তার কারণে জমে উঠে অর্থ ব্যবসায় ও ব্যাংক।

১৮. কোন যুগে মুদ্রার প্রচলন ঘটে?
ক প্রাচীন খ প্রাগৈতিহাসিক
গ মধ্য ঘ আধুনিক

১৯. বিশ্বের প্রথম বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়—
i. কাগজি মুদ্রা
ii. ধাতব মুদ্রা
iii. নুড়ি পাথর
নিচের কোনটি সঠিক?
গ ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii

২০. 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' এটি হলো—
ক Barter system খ Dr
গ Cr ঘ Sales

২১. কিসের কারণে দ্রব্য বিনিময় প্রথার সমস্যা হয়?
ক চাহিদা ও যোগানের অসামঞ্জস্যতা
খ উপযোগের সমস্যা
গ পরিমাপের অভাব
ঘ গণনার অসুবিধা

২২. কোনটি আদিম যুগের মুদ্রা?
ক তামা খ কড়ি
গ পাথর ঘ স্বর্ণমুদ্রা

২৩. মুদ্রা কী?
ক প্রয়োজনীয় বস্তু খ মূল্যবান ধাতব
গ বিনিময়ের মাধ্যম ঘ লেনদেনের নিয়ামক

২৪. বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রা কোনটি?
ক স্বর্ণমুদ্রা খ রৌপ্যমুদ্রা
গ পলিমার নোট ঘ কাগজি নোট

২৫. কাগজি মুদ্রার ব্যাপক প্রসারতার কারণ হলো—
i. সহজলভ্যতা
ii. বহনযোগ্যতা
iii. নিরাপত্তা
নিচের কোনটি সঠিক?
ঘ ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii

৮.২ মুদ্রা ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৮৫

➤ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সবার কাছে গ্রহণযোগ্য ☞ মুদ্রা।
➤ বিনিময়ের প্রধান মাধ্যম হিসেবে কাজ করে ☞ মুদ্রা।
➤ মুদ্রার সবচেয়ে প্রধান কাজ ☞ বিনিময়ের মাধ্যম।
➤ মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে ☞ মুদ্রা।
➤ সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে কাজ করে ☞ মুদ্রা।
➤ পণ্য বা সেবার মূল্য নির্ধারণে পরিমাপক হিসেবে কাজ করে ☞ মুদ্রা।

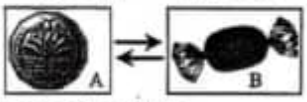

২৬. মুদ্রার কাজ হলো— [কু. বো. '২৪]
i. পণ্যের মূল্য নির্ধারণ
ii. সেবার মূল্য নির্ধারণ
iii. সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়ন
নিচের কোনটি সঠিক?
উত্তর: গ — (ক) i (খ) ii (গ) i ও ii (ঘ) i ও iii

২৭. সকলের নিকট গ্রহণীয় বিনিময় মাধ্যম কোনটি? [ব. বো. '২৪]
(ক) চেক (খ) ব্যাংক ড্রাফট
উত্তর: গ — (গ) মুদ্রা (ঘ) ডেবিট কার্ড

২৮. মিস জিনিয়া ৫,০০০ টাকা দিয়ে একটি জামা কিনলেন। এতে মুদ্রা কাজ করেছে— [চা. বো. '২০; দি. বো. '২০]
i. বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে
ii. মূল্যের পরিমাপক হিসেবে
iii. সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে
নিচের কোনটি সঠিক?
উত্তর: ক — (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

২৯. চিত্র A ও B এর মধ্যে প্রকাশ পায়— [কু. বো. '২০]
i. বিনিময় মাধ্যম
ii. সঞ্চয়ের ভাণ্ডার
iii. মূল্যের পরিমাপক
নিচের কোনটি সঠিক?
উত্তর: গ — (ক) i ও ii (খ) ii ও iii (গ) i ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩০. মুদ্রা বলতে কী বোঝায়? [ব. বো. '২০]
i. বিনিময়ের মাধ্যম
ii. মূল্যের পরিমাপক
iii. সঞ্চয়ের বাহন
নিচের কোনটি সঠিক?
উত্তর: ঘ — (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩১. রফিক তার উপার্জন থেকে প্রতি মাসে ১,০০০ টাকা ভবিষ্যতের জন্য জমা রাখেন। এখানে অর্থ কী হিসেবে কাজ করছে? [য. বো. '২০]
(ক) সঞ্চয়ের বাহন (খ) মূল্যের পরিমাপক
উত্তর: ক — (গ) বিনিময়ের মাধ্যম (ঘ) অর্থ স্থানান্তরের বাহন

৩২. মুদ্রা হলো— [কু. বো. '১৯]
i. পণ্যের মূল্য নির্ধারক
ii. সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য
iii. সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে বিবেচিত
নিচের কোনটি সঠিক?
উত্তর: ঘ — (ক) i ও ii (খ) i ও iii (গ) ii ও iii (ঘ) i, ii ও iii

৩৩. মুদ্রার সবচেয়ে প্রধান কাজ কোনটি? [দি. বো. '১৯]
(ক) বিনিময়ের মাধ্যম (খ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার
উত্তর: ক — (গ) মূল্যের পরিমাপক (ঘ) ঋণ পরিশোধ

৩৪. চেয়ারের মূল্য পাঁচশ টাকা হলে মুদ্রার কাজ কোনটি? [জালালাবাদ ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল এন্ড কলেজ, সিলেট]
(ক) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার (খ) বিনিময় মাধ্যম
উত্তর: গ — (গ) মূল্যের পরিমাপক (ঘ) অর্থ স্থানান্তর

৩৫. মুদ্রার প্রধান কাজ কোনটি? [বরিশাল সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়]
(ক) ১০০০০ টাকা ব্যাংকে জমা রাখা
(খ) ১০০ টাকা দিয়ে বই কেনা
(গ) একটি বইয়ের মূল্য - ১০০ টাকা
উত্তর: খ — (ঘ) নোট ছাপানো
▸▸ তথ্য-ব্যাখ্যা : মুদ্রার প্রধান কাজ হলো বিনিময়ের মাধ্যম।

৩৬. সঞ্চয়ের মাধ্যমে কীভাবে দেশ উপকৃত হয়?
(ক) মূলধন সৃষ্টি হয় না
(খ) ভোগের প্রবণতা বৃদ্ধি পায়
(গ) ভবিষ্যতে বেশি অর্থ ব্যয় হয়
উত্তর: ঘ — (ঘ) অর্থনীতি সচল থাকে এবং মূলধন সৃষ্টি হয়

৩৭. একটি চকলেট = ৫ টাকা। এখানে মুদ্রা কী হিসেবে কাজ করেছে?
(ক) বিনিময় মাধ্যম (খ) সঞ্চয়ের ভাণ্ডার
উত্তর: গ — (গ) মূল্যের পরিমাপক (ঘ) স্থানান্তর মাধ্যম

৮.৩ মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৮৫

➤ ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় ☞ মুদ্রা প্রচলনের পর।
➤ ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয় ☞ মুদ্রাকে।
➤ ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান ☞ মুদ্রা।
➤ ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার ☞ সীমিত।

৩৮. মুদ্রা প্রচলনের পর কোনটির প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়? [রা. বো. '২৪]
(ক) বিমা (খ) ব্যাংক
উত্তর: খ — (গ) অভ্যন্তরীণ বাণিজ্য (ঘ) আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

৩৯. ব্যাংক ব্যবসার প্রধান উপাদান কী? [দি. বো. '২৪]
(ক) গ্রাহক (খ) সুনাম
উত্তর: ঘ — (গ) ব্যাংকার (ঘ) মুদ্রা

৪০. নিচের কোনটি ব্যাংক ব্যবস্থার জননী? [কু. বো. '১৯]
(ক) মুদ্রা (খ) চেক
উত্তর: ক — (গ) গ্রাহক (ঘ) হিসাব

৪১. ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় কখন? [চ. বো. '১৯]
(ক) বাণিজ্য প্রচলনের পর (খ) লেনদেন প্রচলনের পর
উত্তর: গ — (গ) মুদ্রা প্রচলনের পর (ঘ) বিনিময় প্রথা প্রচলনের পর

৮.৪ ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার ▸ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৮৬

➤ প্রাচীন ল্যাটিন শব্দ 'Banco' থেকে উৎপত্তি ☞ ব্যাংক শব্দের।
➤ ব্যাংক শব্দটির ল্যাটিন অর্থ ☞ লম্বা টেবিল।
➤ লম্বা টুলে বসে অর্থ জমা রাখা হতো ☞ ইতালিতে।
➤ ব্যাংকের সব আইনসংগত কার্যাবলি ☞ ব্যাংকিং হিসেবে পরিচিত।
➤ ব্যাংক সামান্য চার্জের বিনিময়ে ☞ অর্থ স্থানান্তর করে।
➤ মক্কেলদের অনুরোধে ব্যবসায়িক পরামর্শ প্রদান করে ☞ ব্যাংক।

৪২. ব্যাংকিং বলতে কী বোঝায়? [য. বো. '২৪; দি. বো. '২০]
(ক) ব্যাংকের হিসাব-নিকাশ (খ) ব্যাংকের নিয়ম-নীতি
উত্তর: গ — (গ) ব্যাংকের আইনগত কার্যাবলি (ঘ) ব্যাংকের শাখা স্থাপন

৪৩. কোনটির মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারককে অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে? [ঢা. বো. '২০]
(ক) ব্যাংক ড্রাফট (খ) চেক
উত্তর: গ — (গ) প্রত্যয়পত্র (ঘ) বিনিময় বিল

৪৪. প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ কার কাজ? [কু. বো. '২০]
(ক) ব্যাংকের (খ) রপ্তানিকারকদের
উত্তর: ক — (গ) আমদানিকারকদের (ঘ) পাওনাদারদের

৪৫. 'Bancus' কী ধরনের শব্দ? [চ. বো. '১৯]
(ক) ফারসি (খ) প্রাচীন ল্যাটিন
উত্তর: খ — (গ) ইটালিয়ান (ঘ) ইংরেজি

৪৬. ব্যাংক শব্দের ল্যাটিন অর্থ— [সকল বোর্ড '১৭]
(ক) সঞ্চয় (খ) চেয়ার
উত্তর: গ — (গ) লম্বা টেবিল (ঘ) বিনিয়োগ

৪৭. কোন প্রাচীন ভাষা থেকে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি? [সকল বোর্ড '১৫]
ক গ্রিক খ ল্যাটিন
গ ফরাসি ঘ জার্মান
উত্তর: খ

৪৮. মধ্যযুগে কোন অঞ্চলের একশ্রেণির লোকজন বেঞ্চে বসে অর্থ জমা রাখা ও ধার দেওয়ার ব্যবসা করত? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]
ক ইউরোপ ও ল্যাটিন আমেরিকা খ এশিয়া ও আফ্রিকা
গ উত্তর আমেরিকা ও অস্ট্রেলিয়া ঘ মেসোপটেমিয়া ও প্রুয়েশিয়া
উত্তর: ক

৪৯. Banco কী ধরনের শব্দ? [ভিকারুননিসা নূন স্কুল এন্ড কলেজ, ঢাকা]
ক ইতালিয়ান খ মেক্সিকান
গ ফরাসি ঘ প্রাচীন ল্যাটিন
উত্তর: ঘ

৫০. ব্যাংক শব্দটির ল্যাটিন অর্থ— [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]
i. বেঞ্চ
ii. পাহাড়ের ঢাল
iii. লম্বা টেবিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: গ

৫১. লোম্বার্ডি স্ট্রিট কোথায় অবস্থিত?
ক যুক্তরাষ্ট্রে খ যুক্তরাজ্যে
গ ইতালি ঘ জার্মানি
উত্তর: গ

৫২. ব্যাংক শব্দটির আভিধানিক অর্থ কী?
ক বারান্দা খ লম্বা টেবিল
গ আলমারি ঘ চেয়ার
উত্তর: খ

⏩ তথ্য-ব্যাখ্যা : ব্যাংক শব্দটির আভিধানিক অর্থ কোনো বস্তুবিশেষের স্তূপ, কোষাগার, লম্বা টেবিল।

৫৩. কোন যুগে লম্বা টুল বা বেঞ্চে বসে অর্থের ব্যবসায় করা হতো?
ক মধ্য যুগে খ প্রাচীন যুগে
গ আধুনিক যুগে ঘ টারশিয়ারি যুগে
উত্তর: ক

৫৪. প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ এবং বিনিময় বিলে স্বীকৃতি দান ব্যাংকের কোন ধরনের কাজ?
ক জনহিতকর কাজ খ প্রধান কাজ
গ সেবামূলক কাজ ঘ প্রতিনিধিত্বমূলক কাজ
উত্তর: খ

৫৫. 'অর্থনীতির জীবনীশক্তি' হলো—
ক অর্থ খ লেনদেন
গ ব্যাংক ঘ আমদানি-রপ্তানি
উত্তর: গ

৫৬. Bank শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে—
i. Banco থেকে
ii. Banque থেকে
iii. Banqus থেকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

৫৭. ব্যাংক শব্দটির আভিধানিক অর্থ—
i. স্তূপ
ii. কোষাগার
iii. ছোট টেবিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

৮.৫ ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ▶ পাঠ্যবই: পৃষ্ঠা ৮৭

➤ মুদ্রা আবিষ্কারের পর ব্যবসা-বাণিজ্য ও লেনদেনের প্রয়োজনীয়তা থেকে সৃষ্টি হয় ☞ ব্যাংক ব্যবস্থার।
➤ ভারতবর্ষের প্রথম আধুনিক ব্যাংক ☞ দি হিন্দুস্তান ব্যাংক।
➤ দি হিন্দুস্তান ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয় ☞ ১৭০০ সালে।
➤ ভারতের প্রধান ব্যাংক ☞ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া।
➤ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করে ☞ ১৯৩৫ সালে।
➤ ১৯৪৮ সালে প্রতিষ্ঠা লাভ করে ☞ স্টেট ব্যাংক অব পাকিস্তান।
➤ ১৯৭২ সালের ২৬ মার্চ প্রতিষ্ঠিত হয় ☞ বাংলাদেশ ব্যাংক।
➤ মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কর্মরত ছিল ☞ ১২টি ব্যাংক।
➤ বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু হয় ☞ আশির দশকে।
➤ বেসরকারি খাতে নতুন ব্যাংক প্রতিষ্ঠান অনুমতি দেওয়া হয় ☞ নব্বই দশকে।

৫৮. বাংলাদেশ ব্যাংক কবে প্রতিষ্ঠিত হয়? [সি. বো. '২৪]
ক ১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর খ ১৯৭১ সালের ২৬শে মার্চ
গ ১৯৭২ সালের ২৬শে মার্চ ঘ ১৯৭২ সালের ৭ই এপ্রিল
উত্তর: গ

৫৯. রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কখন প্রতিষ্ঠিত হয়? [রা. বো. '২০; দি. বো. '২৪; সকল বোর্ড '১৬]
ক ১৭০০ খ্রি. খ ১৯৩৫ খ্রি.
গ ১৯৪৮ খ্রি. ঘ ১৯৭২ খ্রি.
উত্তর: খ

৬০. বাংলাদেশের ব্যাংকগুলোর বিরাষ্ট্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় কোন দশক থেকে? [য. বো. '২০; রা. বো. '১৯]
ক ষাটের দশকে খ সত্তরের দশকে
গ আশির দশকে ঘ নব্বই দশকে
উত্তর: গ

৬১. রাষ্ট্রীয় ব্যাংকগুলোর বিরাষ্ট্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয়— [চ. বো. '২৪; সি. বো. '২৪; দি. বো. '২০; সকল বোর্ড '১৮]
ক ষাটের দশকে খ সত্তরের দশকে
গ আশির দশকে ঘ নব্বইয়ের দশকে
উত্তর: গ

৬২. মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে বিভিন্ন ব্যাংকের মোট কতটি শাখা কর্মরত ছিল? [য. বো. '১৯]
ক ১,০৯০টি খ ১,১৯০টি
গ ১,২৯০টি ঘ ১,৩৯০টি
উত্তর: ক

৬৩. বাংলাদেশের ব্যাংক ব্যবসায় মুক্তিযুদ্ধের পর প্রচণ্ড সংকটে নিপতিত হওয়ার কারণ কী? [দি. বো. '১৯]
ক মূলধন সংকট
খ দক্ষ কর্মীর অভাব
গ প্রধান অফিস পশ্চিম পাকিস্তানে থাকায়
ঘ যোগাযোগ ব্যবস্থা অনুন্নত হওয়ায়
উত্তর: গ

৬৪. ভারত অঞ্চলে প্রথম আধুনিক ব্যাংকের নাম— [য. বো. '১৯]
ক ব্যাংক অব ইন্ডিয়া খ রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
গ দি হিন্দুস্তান ব্যাংক ঘ স্টেট ব্যাংক অব ইন্ডিয়া
উত্তর: গ

৬৫. মুদ্রা আবিষ্কারের পর যে জন্য ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হবে বলে জানা যায়—
i. ব্যবসায়-বাণিজ্য
ii. লেনদেন
iii. মুদ্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i ও ii খ i ও iii গ ii ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: ক

৬৬. দি হিন্দুস্তান ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ক ১৭০০ খ ১৭৫০
গ ১৮০০ ঘ ১৮৫০
উত্তর: ক

৬৭. মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশে কয়টি ব্যাংক কার্যকর ছিল?
ক ১০টি খ ১২টি
গ ১৩টি ঘ ১৫টি
উত্তর: খ

৬৮. মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ কর্মরত ছিল—
i. ১০টি ব্যাংক
ii. ১,০৯০টি শাখা
iii. ১২টি ব্যাংক
নিচের কোনটি সঠিক?
ক i খ ii ও iii গ i ও iii ঘ i, ii ও iii
উত্তর: খ

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য বিষয়বস্তু ও টপিকের ধারায় A+ গ্রেড সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্নের মান ২

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

প্রশ্ন ১। কোথা থেকে ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হয়?

উত্তর : প্রাচীন ল্যাটিন শব্দ Banco, Bangk, Banque, Bancus প্রভৃতি শব্দ থেকে Bank শব্দটির উৎপত্তি হয়েছে। মধ্যযুগীয় অর্থনীতির ইতিহাসে লোম্বার্ডি স্ট্রিটের এক শ্রেণির লোক বেঞ্চে বসে অর্থ জমা ও ধার দেওয়ার ব্যবসায় পরিচালনা করত। এ প্রক্রিয়াটি ইউরোপ এবং ল্যাটিন আমেরিকাতেও প্রচলিত ছিল। তাই ব্যাংক শব্দের উৎপত্তির পেছনে ল্যাটিনের পক্ষেই বেশি সমর্থন পাওয়া যায়।

প্রশ্ন ২। Letter of Credit (LC) কী?

উত্তর : যে বিশেষ দলিলের মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারককে আমদানিকারকের পক্ষ থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে তাকে প্রত্যয়পত্র বা Letter of Credit বলে। এ দলিল আমদানি ও রপ্তানিকারকের মধ্যে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে।

প্রশ্ন ৩। অর্থ স্থানান্তর কাজটি কার জন্য গুরুত্বপূর্ণ?

উত্তর : অর্থ স্থানান্তর কাজটি ব্যাংক ও গ্রাহক উভয়ের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। এক শহর থেকে অন্য শহরে বা দুটি ভিন্ন দেশে ভিন্ন মুদ্রা থাকায় ব্যাংক অর্থ স্থানান্তরে সুবিধা দেয়। এর মাধ্যমে গ্রাহকের ব্যবসায়িক কাজ সহজ হয়। ব্যাংক এ কাজের বিনিময়ে আয় করে থাকে।

টপিকের ধারায় অতিরিক্ত সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্নোত্তর

৮.১ মুদ্রা ও তার ইতিহাস ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৪

প্রশ্ন ৪। বিনিময় প্রথা সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের আদান-প্রদানকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলে। সাধারণত মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই সমাজে ও দেশে দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিময় প্রথা চালু হয়ে এসেছে। চাহিদা মিটাতে সমাজের মানুষজন নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি অপরের সাথে বিনিময় করত; যাকে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বলা হয়। আর এই দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের আদান-প্রদানকেই বিনিময় প্রথা বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৫। মুদ্রা প্রচলনের সাথে ব্যাংকের উৎপত্তি কীভাবে সম্পৃক্ত?

উত্তর : সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের লেনদেন ও বিনিময় কাজ বেড়ে যায়। ফলে মুদ্রা প্রচলনের পরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজন দেখা দেয়। কারণ ব্যাংকের মাধ্যমেই মুদ্রার সংরক্ষণ নিরাপদ এবং ব্যাংকের মাধ্যমেই মুদ্রার স্থানান্তর সহজ। সুতরাং বলা যায়, মুদ্রা প্রচলনের সাথে ব্যাংকের উৎপত্তি সম্পৃক্ত।

৮.২ মুদ্রা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৫

প্রশ্ন ৬। লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : সব ধরনের লেনদেনে মুদ্রা ব্যবহার করা যায়। যেমন : একটি বই কিনতে আমরা টাকা ব্যবহার করি। আবার মুদ্রা সহজে বহনযোগ্য। তাছাড়া যেকোনো পণ্যের মূল্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে মুদ্রার ব্যবহার বিদ্যমান। অতএব, লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম।

প্রশ্ন ৭। মুদ্রাকে মূল্যের পরিমাপক বলা হয় কেন?

উত্তর : যেকোনো অর্থনৈতিক পণ্য বা সেবার মূল্য কত এটা মুদ্রার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। উদাহরণস্বরূপ : একটা বইয়ের মূল্য ২০০ টাকা নির্ধারণ করতে পারি, শ্রমিকের দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা নির্ধারণ করতে পারি। তাই মুদ্রাকে মূল্যের পরিমাপক বলা হয়।

প্রশ্ন ৮। মুদ্রাকে সঞ্চয়ের ভান্ডার বলা হয় কেন?

উত্তর : মুদ্রাকে সঞ্চয় করা যায় কারণ এটা পচনশীল বস্তু নয়। অর্থাৎ একজন ব্যক্তি যদি ভবিষ্যতের জন্য কোনো সঞ্চয় করতে চায় মুদ্রা বা টাকার মাধ্যমে এই সঞ্চয় করা যায়। তাই মুদ্রাকে সঞ্চয়ের ভান্ডার বলা হয়।

প্রশ্ন ৯। "মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম"— ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : যেকোনো লেনদেন করার জন্য মুদ্রা ব্যবহার করা যায়। অর্থাৎ পণ্য বা সেবার মূল্য মুদ্রার মাধ্যমে প্রদান করা সম্ভব। যেমন: একটি বই কিনতে টাকা ব্যবহার করা যায়। ডাক্তারের ফি টাকার মাধ্যমে প্রদান করা যায়। তাই মুদ্রাকে বিনিময়ের মাধ্যম বলা হয়।

৮.৩ মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৫

প্রশ্ন ১০। মুদ্রা ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।

উত্তর : মুদ্রার প্রচলনের পর ব্যাংকের উৎপত্তি ঘটলেও ব্যাংকের মাধ্যমেই মুদ্রা গতিশীলতা পেয়েছে। মুদ্রার নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য যেমন ব্যাংক প্রয়োজন তেমনি ব্যাংকের মুনাফা অর্জনের জন্যও মুদ্রার প্রয়োজন। মোটকথা মুদ্রা ও ব্যাংক একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

৮.৪ ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৬

প্রশ্ন ১১। মধ্যযুগে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্রমধারা কেমন ছিল?

উত্তর : মধ্যযুগের অর্থনীতির ইতিহাসে দেখা যায়, ইতালির লোম্বার্ডি স্ট্রিট-এ এক শ্রেণির লোক একটি লম্বা বেঞ্চে বসে অর্থ জমা রাখা বা ধার দেওয়ার ব্যবসায় পরিচালনা করত। এটিই মূলত ব্যাংকিং ব্যবস্থার মূল ধারণা, যা মধ্যযুগে বিকশিত হয়।

প্রশ্ন ১২। ব্যাংককে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি বলা হয় কেন?

উত্তর : অর্থ বা পুঁজি ছাড়া ব্যবসায়ের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। আর ব্যবসায়ের অর্থগত প্রতিবন্ধকতা দূর করে ব্যাংক। অর্থাৎ ব্যবসায়ে অর্থ বা পুঁজি সরবরাহে ব্যাংক ঋণ দিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। তাই ব্যাংককে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি বলা হয়।

প্রশ্ন ১৩। ব্যাংক সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের কাছ থেকে সুদের বিনিময়ে আমানত সংগ্রহ করে এবং মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে বিনিয়োগ করে এবং চাহিবামাত্র অথবা নির্দিষ্ট সময়ান্তে সঞ্চয়কারীর আমানত ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

প্রশ্ন ১৪। ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা দাও।

উত্তর : ব্যাংকের যাবতীয় আইনসঙ্গত কার্যক্রমকে ব্যাংকিং বলে। আমানত সংগ্রহ, ঋণদান, গ্রাহককে অর্থস্থানান্তরে সুবিধা দেওয়া, লকার সেবা প্রদান, ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন ও প্রত্যয়ন ইত্যাদি ব্যাংকিং হিসেবে গণ্য হয়।

প্রশ্ন ১৫। ব্যাংকার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে ব্যাংকার বলা হয়। ব্যাংকিং কার্যাবলি ব্যাংকের নিজের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভবপর না হওয়ায় ব্যাংকিং বিষয়ে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে সকল ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালিত হয়, তাদেরকেই ব্যাংকার বলা হয়।

প্রশ্ন ১৬। ব্যাংক ও ব্যাংকারের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ।

উত্তর :-ব্যাংক ও ব্যাংকারের মধ্যে দুটি পার্থক্য নিম্নরূপ :

ব্যাংক	ব্যাংকার
১. ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।	১. ব্যাংকে কর্মরত ব্যক্তিবর্গকে বলা হয় ব্যাংকার।
২. ব্যাংকিং কার্যাবলি ব্যাংকের নিজের পক্ষে করা সম্ভব নয়।	২. ব্যাংকিং কার্যাবলি ব্যাংকারের পক্ষে করা সম্ভব।

প্রশ্ন ১৭। প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝ?

অথবা, বৈদেশিক বাণিজ্যে ব্যবহৃত দলিলটি সম্পর্কে লেখ।

উত্তর : প্রত্যয়পত্রের মাধ্যমে ব্যাংক বৈদেশিক বাণিজ্যে রপ্তানিকারককে আমদানিকারকের পক্ষ থেকে অগ্রিম অর্থ প্রদানের ব্যবস্থা করে। এছাড়া প্রত্যয়পত্র আমদানি ও রপ্তানিকারকের মধ্যে আর্থিক ও ব্যবসায়িক সম্পর্ক স্থাপনের পাশাপাশি দুই পক্ষের স্বার্থ সংরক্ষণের মাধ্যমে অভ্যন্তরীণ ও বৈদেশিক ব্যবসায়-বাণিজ্যে ব্যাপক ভূমিকা রাখে।

৮.৫ ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৭

প্রশ্ন ১৮। বিরাষ্ট্রীকরণ বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : বিরাষ্ট্রীকরণ বলতে রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন ব্যাংকের মালিকানাকে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তরকে বোঝায়। স্বাধীনতার পরবর্তী সময়ে আমাদের দেশে ৬টি ব্যাংককে রাষ্ট্রায়ত্ত বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে ঘোষণা করে রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। ব্যাংকগুলো হলো সোনালী, রূপালী, জনতা, অগ্রণী, পূবালী ও উত্তরা ব্যাংক। আশির দশকে এসে পূবালী ও উত্তরা ব্যাংককে ব্যক্তিমালিকানায় হস্তান্তর করা হয়। এটি বিরাষ্ট্রীকরণ নামে পরিচিত।

জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য টপিকের ধারায় A+ গ্রেড জ্ঞান ও অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

৮.১ মুদ্রা ও তার ইতিহাস ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৪

প্রশ্ন ১। দ্রব্য বিনিময় প্রথা কী? [রা. বো. '১৯; চ. বো. '২০; ম. বো. '২৪]

উত্তর : দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য আদান-প্রদান করে নিজেদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের প্রথাকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলে।

প্রশ্ন ২। কোন শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়? [সকল বোর্ড '১৮]

উত্তর : উনবিংশ শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়।

প্রশ্ন ৩। কার ইতিহাস খুবই বিচিত্র? [উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল]

উত্তর : মুদ্রার ইতিহাস খুবই বিচিত্র।

৮.২ মুদ্রা ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৫

প্রশ্ন ৪। মূল্যের পরিমাপক কোনটি? [ম. বো. '২৪]

উত্তর : মূল্যের পরিমাপক হলো মুদ্রা।

প্রশ্ন ৫। মুদ্রা কী? [দি. বো. '২৪]

উত্তর : যা বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকে মুদ্রা বলে।

প্রশ্ন ৬। সঞ্চয়ের বাহন কী? [ম. বো. '২০]

উত্তর : সঞ্চয়ের বাহন হলো মুদ্রা।

প্রশ্ন ৭। মুদ্রার প্রধান কাজ কী? [হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা; চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ল্যাবরেটরী স্কুল এন্ড কলেজ]

উত্তর : মুদ্রার প্রধান কাজ হলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করা।

৮.৩ মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৫

প্রশ্ন ৮। কোনটিকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়? [সকল বোর্ড '১৭]

উত্তর : মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়।

৮.৪ ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৬

প্রশ্ন ৯। কোন শব্দ থেকে ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হয়? [ম. বো. '২০]

উত্তর : প্রাচীন ল্যাটিন শব্দ Banco, Bangk, Banque, Bancus প্রভৃতি শব্দ থেকে ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হয়।

প্রশ্ন ১০। ব্যাংক কী? [ঢা. বো. '২৪; সি. বো. '২০; দি. বো. '১৯]

উত্তর : ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

প্রশ্ন ১১। ব্যাংক ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গকে কী বলে? [দি. বো. '২২]

অথবা, ব্যাংকার কাকে বলে? [ঢা. বো. '১৯; দি. বো. '২৪]

উত্তর : ব্যাংক ব্যবসায়ে লিপ্ত ব্যক্তিবর্গকে ব্যাংকার বলা হয়।

প্রশ্ন ১২। ব্যাংকিং কী? [সি. বো. '২০]

উত্তর : ব্যাংকের সকল আইনসংগত কার্যাবলিকে ব্যাংকিং বলে।

প্রশ্ন ১৩। ব্যাংক শব্দের ল্যাটিন অর্থ কী? [আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা]

উত্তর : ব্যাংক শব্দের ল্যাটিন অর্থ বেঞ্চ অথবা বসবার জন্য ব্যবহৃত লম্বা টেবিল।

প্রশ্ন ১৪। আধুনিক অর্থনীতির জীবনীশক্তি কী?

উত্তর : আধুনিক অর্থনীতির জীবনীশক্তি হলো ব্যাংক।

৮.৫ ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৭

প্রশ্ন ১৫। বিরাষ্ট্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় কখন? [বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম]

উত্তর : আশির দশকে শুরু হয় বিরাষ্ট্রীকরণ প্রক্রিয়া।

১০০% প্রস্তুতি উপযোগী অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের টপিকের ধারায় উপস্থাপিত

৮.১ মুদ্রা ও তার ইতিহাস ▸ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৪

প্রশ্ন ১। মুদ্রার ইতিহাস বিচিত্র কেন? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '২৪]

উত্তর : যা বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকে মুদ্রা বলে।

বিভিন্ন মাধ্যমে মুদ্রা হিসেবে বিভিন্ন সময় কড়ি, হাতির দাঁত, হাঙরের দাঁত, পাথরের ঝিনুক, পোড়ামাটি, তামা, রূপা ও সোনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও ধাতব মুদ্রার ব্যবহার বৃদ্ধির সাথে সাথে ধাতব পদার্থের সরবরাহে ঘাটতি দেখা দিলে উনবিংশ শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। তাই বলা যায়, মুদ্রার ইতিহাস বিচিত্র।

প্রশ্ন ২। বিনিময় প্রথার বিলুপ্তির কারণ ব্যাখ্যা কর। [ম. বো. '২০]

উত্তর : 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' এ প্রথাটি বিনিময় প্রথা হিসেবে পরিচিত। বিনিময় প্রথার কিছু অসুবিধার কারণে এই প্রথাটি বিলুপ্তি হয়। এ প্রথায় ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে সমতা না থাকায় সব প্রয়োজন মিটতো না। সমতা বলতে মূল্যের পরিমাপ করা সংক্রান্ত সমস্যাকে বোঝানো

হয়েছে। এছাড়াও বিনিময় প্রথার অভাবের অমিল, পরিবহনে অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যা ছিল। আর এসব কারণেই বিনিময় প্রথার বিলুপ্তি হয়।

প্রশ্ন ৩। দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের আদান-প্রদানকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। [সকল বোর্ড '১৫]

উত্তর : দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের আদান-প্রদানকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলে।

সাধারণত মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই সমাজে ও দেশে দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিময় প্রথা চালু হয়ে এসেছে। চাহিদা মিটাতে সমাজের মানুষজন নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি অপরের সাথে বিনিময় করত;. যাকে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বলা হয়। আর এই দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের আদান-প্রদানকেই বিনিময় প্রথা বলা হয়ে থাকে।

প্রশ্ন ৪। ধাতব মুদ্রার ব্যবহার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে কেন? ব্যাখ্যা কর। [রা. বো. '১৯]

উত্তর : ব্যবহার, স্থানান্তর, বহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে।

পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধির সাথে সাথে ধাতব মুদ্রা ব্যবহার বৃদ্ধি পাওয়ার কারণে ধাতব পদার্থের ঘাটতি দেখা দেয়। তাছাড়া স্বর্ণ ও রৌপ্যের অলংকারাদিসহ অন্যান্য ব্যবহারের কারণে এবং কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করায় ধাতব মুদ্রার ব্যবহার দ্রুত পরিবর্তন হয়েছে।

প্রশ্ন ৫। কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করে কেন? [রা. বো. '২৪]

উত্তর : মূলত ধাতব মুদ্রার সরবরাহ ঘাটতির প্রেক্ষিতে কাগজী মুদ্রার প্রচলন হয়।

কাগজি মুদ্রার প্রচলন উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়। বর্তমানে কাগজি মুদ্রার সাথে সাথে ধাতব মুদ্রার প্রচলন থাকলেও ধাতব মুদ্রার ব্যবহার এখন ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। কাগজের সহজলভ্যতা, সহজে বহনযোগ্য হওয়া এবং বর্তমানে বিভিন্ন রকমের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

৮.২ মুদ্রা
▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৫

প্রশ্ন ৬। মুদ্রাকে বিনিয়োগের মাধ্যম বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [য. বো. '১৯]

উত্তর : যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণীয়, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকে মুদ্রা বলে।

লাভের উদ্দেশ্যে কোথাও অর্থ লগ্নি করাকে বিনিয়োগ বলে। যেকোনো খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুদ্রাই সবচেয়ে গ্রহণীয় এবং প্রচলিত। মুদ্রাকে ছাড়া বিনিয়োগের কথা বর্তমানে ভাবাই যায় না। কারণ এটি সহজে বিনিময়যোগ্য ও সঞ্চয়ের উপযুক্ত। তাই মুদ্রাকে বিনিয়োগের মাধ্যম বলা যায়।

প্রশ্ন ৭। অর্থের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। [বীরশ্রেষ্ঠ নূর মোহাম্মদ পাবলিক কলেজ, ঢাকা]

উত্তর : অর্থের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের ভান্ডার।

যেকোনো লেনদেন করার জন্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ ব্যবহার হয়। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে অর্থের ব্যবহার হয়। এছাড়া যেকোনো অর্থনৈতিক পণ্য বা সেবার মূল্য অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য হয়।

প্রশ্ন ৮। মুদ্রাকে সঞ্চয়ের বাহন বলা হয় কেন?

উত্তর : মুদ্রা সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে বলে মুদ্রাকে সঞ্চয়ের বাহন বলা হয়।

সাধারণত কোনো ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান যখন ভবিষ্যতের জন্য কোনো সঞ্চয় করতে চায়, তখন মুদ্রা বা অর্থের মাধ্যমে এই সঞ্চয় করতে পারে। মুদ্রার অস্তিত্ব না থাকলে সঞ্চয়ের কাজটি খুবই কঠিন হয়ে যেত। তাই মুদ্রাকে সঞ্চয়ের বাহন বলা হয়।

৮.৩ মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক
▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৫

প্রশ্ন ৯। মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। [ঢা. বো. '১৯; দি. বো. '২০; ম. বো. '২৪]

উত্তর : মুদ্রা প্রচলনের পর পরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যার জন্য মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়।

ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হলো মুদ্রা। মুদ্রা ছাড়া ব্যাংক ব্যবসায় অচল। কারণ ব্যাংক মূলত মুদ্রাকে নিয়ে ব্যবসায় করে। মানুষের কাছে থাকা প্রয়োজনীয় অর্থ বা মুদ্রা ব্যাংক আমানত হিসেবে গ্রহণ করে আবার বিভিন্ন খাতে ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। মূলত মুদ্রা সৃষ্টির কারণেই মুদ্রার নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে।

প্রশ্ন ১০। "মুদ্রা ছাড়া ব্যাংক অচল"— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। [চ. বো. '১৯]

উত্তর : "মুদ্রা ছাড়া ব্যাংক অচল" উক্তিটি সঠিক।

ব্যাংক ব্যবস্থা বিবর্তনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাংক মুদ্রাকেই তার ব্যবসার প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। জনগণের সঞ্চিত অর্থ বা মুদ্রাকে কেন্দ্র করেই ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে ও ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনা করে। তাই বলা যায়, মুদ্রা ছাড়া ব্যাংক অচল।

৮.৪ ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার
▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৬

প্রশ্ন ১১। "ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদান একে অন্যের উপর নির্ভরশীল"— ব্যাখ্যা কর। [সি. বো. '২০]

উত্তর : ব্যাংক হলো অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

ব্যাংক জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। আমানতি অর্থ হতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে থাকে। মূলত আমানতের ওপর ভিত্তি করেই ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আবার ঋণের চাহিদা না থাকলে আমানতেরও প্রয়োজন হতো না। তাই বলা যায়, ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদান একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

প্রশ্ন ১২। ব্যাংকিং কী? ব্যাখ্যা কর। [উদয়ন মাধ্যমিক বিদ্যালয়, বরিশাল]

উত্তর : ব্যাংকের যাবতীয় আইনসঙ্গত কার্যক্রমকে ব্যাংকিং বলে।

আমানত সংগ্রহ, ঋণদান, গ্রাহককে অর্থস্থানান্তরে সুবিধা দেওয়া, লকার সেবা প্রদান, ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন ও প্রত্যয়ন ইত্যাদি ব্যাংকিং হিসেবে গণ্য হয়।

প্রশ্ন ১৩। ব্যাংকার বলতে কী বোঝায়?

উত্তর : ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে ব্যাংকার বলা হয়।

ব্যাংক এবং ব্যাংকার শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যাংকিং কার্যাবলি ব্যাংকের নিজের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভবপর না হওয়ায় ব্যাংকিং বিষয়ে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে সকল ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালিত হয়, তাদেরকেই ব্যাংকার বলা হয়।

৮.৫ ব্যাংক ব্যবসায়ের ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ
▶ পাঠ্যবই, পৃষ্ঠা ৮৭

প্রশ্ন ১৪। মুদ্রার প্রচলনের সাথে ব্যাংকের উৎপত্তি কীভাবে সম্পৃক্ত? ব্যাখ্যা কর। [বগুড়া ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল ও কলেজ]

উত্তর : ব্যাংক মূলত মুদ্রাকে নিয়ে ব্যবসায় করে। মানুষের কাছে থাকা প্রয়োজনীয় অর্থ বা মুদ্রা ব্যাংক আমানত হিসেবে গ্রহণ করে আবার বিভিন্ন খাতে ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। মূলত মুদ্রা সৃষ্টির কারণেই মুদ্রার নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে। সুতরাং বলা যায়, মুদ্রা প্রচলনের সাথে ব্যাংকের উৎপত্তির সম্পৃক্ততা রয়েছে।

সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য শিখনফল ও বিষয়বস্তুর ধারায় A+ গ্রেড সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্নের মান ১০

পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

পাঠ্যবইয়ের শিখনফল সূত্র সংবলিত

প্রশ্ন ১ ▸ পাঠ্যবইয়ের অনুশীলনীর ১নং সৃজনশীল প্রশ্ন

আজমি নূর নবম শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একজন শিক্ষার্থী। তার বাবা একজন উচ্চপদস্থ ব্যাংক কর্মকর্তা। সে তার বাবাকে সবসময় ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে।

ক. দ্রব্য বিনিময় প্রথা কী? ১

খ. মুদ্রা ও ব্যাংকের মধ্যকার সম্পর্কটি ব্যাখ্যা কর। ২

গ. ব্যাংকিং ও আজমি নূরের বাবার পেশাটি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. ব্যাংক ব্যবসার ক্রমবিকাশে আজমি নূরের বাবার মতো কর্মকর্তাগণের ভূমিকা ব্যাখ্যা কর। ৪

১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ২ ও ৩

ক দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য আদান-প্রদান করে নিজেদের প্রয়োজন ও চাহিদা পূরণের প্রথাকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলে।

খ বিনিময় প্রথার অসুবিধা কাটিয়ে ওঠার লক্ষ্যে যেমন মুদ্রার প্রচলন ঘটে, তেমনি মুদ্রার প্রচলনের প্রেক্ষিতে ব্যাংকের উৎপত্তি ঘটে।

সাধারণত মুদ্রাকে ব্যাংকের জননী বলা হয়। মুদ্রার প্রচলনের পর ব্যাংকের উৎপত্তি ঘটলেও ব্যাংকের মাধ্যমেই মুদ্রা গতিশীলতা পেয়েছে। মুদ্রার নিরাপদ সংরক্ষণের জন্য যেমন ব্যাংক প্রয়োজন তেমনি ব্যাংকের মুনাফা অর্জনের জন্যও মুদ্রার প্রয়োজন। মোটকথা মুদ্রা ও ব্যাংক একে অপরের সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত।

গ ব্যাংকিং ও আজমি নূরের বাবার পেশাটি একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ব্যাংকের সকল আইনসংগত কার্যাবলি ব্যাংকিং হিসেবে পরিচিত। অপরপক্ষে, ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে ব্যাংকার বলা হয়। মূলত ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পাদনের জন্যই ব্যাংকারের প্রয়োজন হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী, আজমি নূরের বাবা একজন উচ্চপদস্থ ব্যাংক কর্মকর্তা। তাই আজমি নূর তার বাবাকে সবসময় ব্যাংকের বিভিন্ন কার্য নিয়ে ব্যস্ত থাকতে দেখে। অর্থাৎ তার বাবা একজন ব্যাংকার এবং তিনি যে কার্যক্রম নিয়ে ব্যস্ত থাকেন তা ব্যাংকিং হিসেবে পরিচিত। ব্যাংক এবং ব্যাংকিং কার্যাবলি যেমন– আমানত গ্রহণ, ঋণদান, বিনিময় বিল বাট্টাকরণ, বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন ও প্রত্যয়ন, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদি ব্যাংকের নিজের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভব নয়। তাই ব্যাংকিং বিষয়ে শিক্ষা ও প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালিত হয়। প্রকৃতপক্ষে ব্যাংকার ছাড়া ব্যাংকিং কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে ও দক্ষতার সঙ্গে সম্পাদন করা অসম্ভব। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, ব্যাংকিং ও আজমি নূরের বাবার পেশা তথা ব্যাংকার একে অপরের সাথে নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত।

ঘ ব্যাংক ব্যবসার ক্রমবিকাশে আজমি নূরের বাবার মতো কর্মকর্তাগণের ভূমিকা অপরিসীম।

ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে ব্যাংকার বলা হয়। অপরদিকে ব্যাংক হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের কাছ থেকে সুদের বিনিময়ে আমানত সংগ্রহ করে এবং মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে বিনিয়োগ করে এবং চাহিবামাত্র অথবা নির্দিষ্ট সময়ান্তে সঞ্চয়কারীর কাছে ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

উদ্দীপকে আজমি নূর নবম শ্রেণির ব্যবসায় শিক্ষা শাখার একজন শিক্ষার্থী। তার বাবা ব্যাংকে কর্মরত আছেন। অর্থাৎ আজমি নূরের বাবা একজন ব্যাংকার। ব্যাংক ব্যবসায় পরিচালনায় আজমি নূরের বাবার মতো ব্যাংকাররাই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আর গ্রাহকদের নানাবিধ সেবা প্রদানের মাধ্যমে সন্তুষ্টি অর্জনের কাজটি ব্যাংকাররাই করে থাকেন।

ব্যাংক এবং ব্যাংকিং কার্যক্রম ব্যাংকের নিজের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভবপর নয়। তাই ব্যাংকিং বিষয়ে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত কর্মকর্তাদের দ্বারা ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালিত হয়। ব্যাংকের কর্মকর্তাগণই তথা ব্যাংকাররাই তাদের অভিজ্ঞতা দ্বারা ব্যাংক ব্যবসায়কে বর্তমান অবস্থানে নিয়ে এসেছে। তাদের নিত্যনতুন কৌশল ব্যাংক ব্যবসায়ের কার্যক্রম অনেক দ্রুত সম্পাদনে সহায়তা করছে। তাই বলা যায়, ব্যাংক ব্যবসার ক্রমবিকাশে আজমি নূরের বাবার মতো কর্মকর্তাগণের ভূমিকা অপরিসীম।

সকল বোর্ডের এসএসসি পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

নতুন পাঠ্যবইয়ের আলোকে উত্তরকৃত

প্রশ্ন ২ ▸ যশোর বোর্ড ২০২০

ছবি-১

ছবি-২

ছবি-৩

ক. কোন শব্দ থেকে ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হয়? ১

খ. বিনিময় প্রথার বিলুপ্তির কারণ ব্যাখ্যা কর। ২

গ. "মুদ্রার ইতিহাস খুবই বিচিত্র" উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩

ঘ. ১ ও ২নং ছবির মুদ্রার তুলনায় ৩নং ছবির মুদ্রা ব্যবহার সুবিধাজনক কেন? আলোচনা কর। ৪

▸ শিখনফল ১

২নং প্রশ্নের উত্তর :

ক প্রাচীন ল্যাটিন শব্দ Banco, Bangk, Banque, Bancus প্রভৃতি শব্দ থেকে ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হয়।

খ 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' এ প্রথাটি বিনিময় প্রথা হিসেবে পরিচিত। বিনিময় প্রথার কিছু অসুবিধার কারণে এই প্রথাটি বিলুপ্তি হয়। এ প্রথায় ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে সমতা না থাকায় সব প্রয়োজন মিটতো না। সমতা বলতে মূল্যের পরিমাপ করা সংক্রান্ত সমস্যাকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও বিনিময় প্রথার অভাবের অমিল, পরিবহনে অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যা ছিল। আর এসব কারণেই বিনিময় প্রথার বিলুপ্তি হয়।

গ "মুদ্রার ইতিহাস খুবই বিচিত্র"– উক্তিটি যথার্থ।

বিনিময় প্রথার সীমাবদ্ধতাগুলো দূর করতে মুদ্রার আবির্ভাব হয়। পরবর্তীতে বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকার এবং প্রকৃতির মুদ্রা ব্যবহৃত হয়ে

আসছে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে বিভিন্ন সময়ে কড়ি, হাঙ্গারের দাঁত, হাতির দাঁত, পাথর, ঝিনুক, তাঁমা, রুপা ও সোনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকের ছবি-১ দ্বারা আদিম যুগের মুদ্রা, ছবি- ২ দ্বারা ধাতব মুদ্রা এবং ছবি- ৩ দ্বারা কাগজি মুদ্রা দেখানো হয়েছে। দ্রব্য বিনিময় প্রথার পরে মুদ্রা হিসেবে কড়ি, হাঙ্গারের দাঁত, হাতির দাঁত, পাথর ইত্যাদি ব্যবহার করা হতো। এরপর আবিষ্কার হয় ধাতব মুদ্রা, স্বর্ণ, রুপা ইত্যাদি। এসব ধাতব পদার্থ মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার হতো। তবে ব্যবহার, স্থানান্তর, বহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনের কারণে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। পরবর্তীতে উনবিংশ শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয়। তাই বলা হয়, "মুদ্রার ইতিহাস খুবই বিচিত্র।"

ঘ উদ্দীপকের ১ নং ছবির আদিম যোগের মুদ্রা এবং ২নং ছবির ধাতব মুদ্রার তুলনায় ৩নং ছবির কাগজি মুদ্রার ব্যবহার সুবিধাজনক।

সভ্যতার শুরুতে মানুষের চাহিদা ছিল খুব সীমিত। মানুষ দ্রব্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা মিটাত। পরবর্তীতে বিভিন্ন প্রকার মুদ্রার প্রচলন ঘটলেও বর্তমানে কাগজি মুদ্রাই সর্বাধিক প্রচলিত।

উদ্দীপকের ১নং ছবি দ্বারা আদিম যুগের মুদ্রা যেমন– ঝিনুক, হাতির দাঁত ইত্যাদি দেখানো হয়েছে। ২নং ছবি দ্বারা ধাতব মুদ্রাকে দেখানো হয়েছে এবং ৩নং ছবি দ্বারা কাগজি মুদ্রাকে দেখানো হয়েছে। বর্তমানে কাগজি মুদ্রার বিভিন্ন সুবিধার কারণেই ৩নং ছবির মুদ্রা তথা কাগজি মুদ্রাই সর্বাধিক প্রচলিত এবং অন্যান্য মুদ্রার ব্যবহার নেই বললেই চলে।

কাগজি মুদ্রার ব্যবহার সুবিধাজনক হওয়ার পেছনে অনেক কারণ আছে। কাগজের সহজলভ্যতা, সহজে বহনযোগ্য হওয়া এবং বর্তমানে বিভিন্ন রকমের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করে। এছাড়া বিনিময়ের সহজ মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক এবং সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাগজি মুদ্রা সর্বাধিক উপযোগী, তাই ১ ও ২নং ছবির মুদ্রার তুলনায় ৩নং ছবির কাগজি মুদ্রার ব্যবহার সুবিধাজনক।

প্রশ্ন ৩ ▸ যশোর বোর্ড ২০১৯

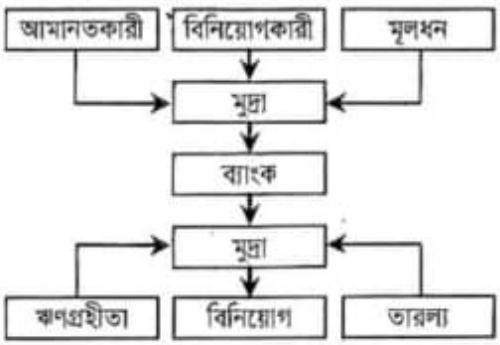

জনাব মাহমুদ আলী একটি স্বনামধন্য স্কুলের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের শিক্ষক। তিনি মনে করেন ব্যাংক ও মুদ্রা একে অপরের পরিপূরক। ব্যাংক ও মুদ্রা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদানের জন্য নিচের ছকটি প্রদর্শন করেন—

ক. চেইন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কী? ১
খ. মুদ্রাকে বিনিয়োগের মাধ্যম বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব মাহমুদ আলী উপরের চিত্রটি দ্বারা কীসের সম্পর্ক বুঝিয়েছেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য"— উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক চেইন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে পারস্পরিক উন্নতিসাধন।

খ যা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে সকলের নিকট গ্রহণীয়, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকে মুদ্রা বলে।

লাভের উদ্দেশ্যে কোথাও অর্থ লগ্নি করাকে বিনিয়োগ বলে। যেকোনো খাতে বিনিয়োগের ক্ষেত্রে মুদ্রাই সবচেয়ে গ্রহণীয় এবং প্রচলিত। মুদ্রাকে ছাড়া বিনিয়োগের কথা বর্তমানে ভাবাই যায় না। কারণ এটি সহজে বিনিময়যোগ্য ও সঞ্চয়ের উপযুক্ত। তাই মুদ্রাকে বিনিয়োগের মাধ্যম বলা যায়।

গ জনাব মাহমুদ আলী উপরের চিত্রটি দ্বারা মুদ্রা ও ব্যাংকের মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক বুঝিয়েছেন।

মুদ্রা প্রচলনের পর পরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার কারণে পরবর্তীতে ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। মুদ্রাকে ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার নিরাপদ সংরক্ষণ ও লেনদেন অসম্ভব।

উদ্দীপকে জনাব মাহমুদ আলী ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের শিক্ষক। তিনি চিত্রের মাধ্যমে ব্যাংক ও মুদ্রা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের বুঝানোর চেষ্টা করেছেন যে, ব্যাংক ও মুদ্রা একে অপরের পরিপূরক। অর্থাৎ একটিকে ছাড়া অপরটি চলতে পারে না। কারণ মুদ্রার মাধ্যমে নিরাপদ সঞ্চয়ের ক্ষেত্রে, ঝুঁকিমুক্ত বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এবং নিরাপদ আর্থিক লেনদেনের ক্ষেত্রে যেমন ব্যাংক দরকার তেমনি আবার মুদ্রাই হলো ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান। সুতরাং বলা যায়, জনাব মাহমুদ আলী উদ্দীপকের চিত্র দ্বারা মুদ্রা ও ব্যাংকের পরিপূরক সম্পর্কের বিষয়টি বুঝিয়েছেন।

ঘ "ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য" উক্তিটি যথার্থ।

মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত। মূলত মুদ্রাকে কেন্দ্র করেই ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালিত হয়ে থাকে। কারণ মুনাফা অর্জনের মৌলিক উদ্দেশ্যেই ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত যা মুদ্রা ব্যতীত অসম্পূর্ণ।

উদ্দীপকের চিত্রে লক্ষণীয়, বিনিয়োগকারী ও আমানতকারী থেকে প্রাপ্ত অর্থ ব্যাংক কীভাবে বিনিয়োগ করে। অর্থাৎ আমানত ও বিনিয়োগের অন্যতম উপাদান হলো মুদ্রা। আর এ মুদ্রাকে কেন্দ্র করেই ব্যাংক ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনা করছে।

ব্যাংকিং ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হলো মুদ্রা। আর আমানতকারী ও বিনিয়োগকারী থেকে প্রাপ্ত অর্থের একটি নির্দিষ্ট অংশ ব্যাংক তারল্য হিসেবে রেখে অবশিষ্ট অংশ বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণস্বরূপ প্রদান করে ও বিনিয়োগ করে মুনাফা অর্জন করে। এক্ষেত্রে মুদ্রা আমানতকারী ও বিনিয়োগকারীদের ব্যাংক স্বল্পহারে সুদ দেয় এবং ঋণগ্রহীতাদের থেকে অধিক হারে সুদ নিয়ে মুনাফা অর্জন করে। সুতরাং উদ্দীপকের চিত্র থেকে বিষয়টি স্পষ্ট যে, ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য।

প্রশ্ন ৪ ▸ দিনাজপুর বোর্ড ২০১৯

সানজিদা রহমান মাসিক ৩৫,০০০ টাকা বেতন পেলেন। এ থেকে ৫,০০০ টাকা ভাড়া পরিশোধ করেন। ১,০০০ টাকা দিয়ে ছেলের জন্য জামা কিনেন। শাপলা ব্যাংকে ডিপিএস এ জমা রাখেন ১,০০০ টাকা। উক্ত ব্যাংকের কাছ থেকে ফ্রিজ কেনার অর্থ সংগ্রহ করেন। এছাড়াও সানজিদা রহমান তার গহনা ও জমির দলিল ব্যাংকে জমা রাখেন।

ক. একক ব্যাংক কী? ১
খ. দালান ক্রয়ের অর্থ ইসলামী ব্যাংকের কোন সেবার মাধ্যমে পাওয়া যাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সানজিদা রহমানের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মুদ্রার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'শাপলা' ব্যাংকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক শুধু একটি নির্দিষ্ট স্থানে যখন একটি ব্যাংকের কার্যাবলি সম্পাদিত হয় তাকে একক ব্যাংক বলে।

খ দালান ক্রয়ের অর্থ ইসলামী ব্যাংকের মুরাবাহা সেবার মাধ্যমে পাওয়া যাবে।

ঋণগ্রহীতাকে কোনো কিছু (গাড়ি, যন্ত্রপাতি) ক্রয়ের জন্য যখন অর্থায়ন করা হয়, তখন তাকে মুরাবাহা সেবা বলে। এক্ষেত্রে ব্যাংক লাভসহ ঋণের অর্থ ফেরত পেয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে সানজিদা রহমানের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের বাহন ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে।

কার্যকারিতার ভিত্তিতে মুদ্রা বলতে আমরা বুঝি, মুদ্রা একটি বিনিময়ের মাধ্যম, যা সবার নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকে সানজিদা রহমান মাসিক ৩৫,০০০ টাকা বেতন পেলেন। এ থেকে ৫,০০০ টাকা ভাড়া পরিশোধ করেন। এক্ষেত্রে মুদ্রা সেবার মূল্য তথা মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে। ১,০০০ টাকা দিয়ে ছেলের জন্য জামা কিনেন। জামার মূল্য নির্ধারণে ও মুদ্রা বা নোটের বিনিময়ে জামা কিনতে পারায় এক্ষেত্রে মুদ্রা মূল্যের পরিমাপক ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে তিনি 'শাপলা' ব্যাংকের ডিপিএসে ১,০০০ টাকা জমা করেন। এক্ষেত্রে মুদ্রা সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।

ঘ উদ্দীপকের 'শাপলা' ব্যাংক একটি বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে কার্যক্রম সম্পাদন করে।

মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে যে ব্যাংক আমানত গ্রহণ, ঋণদান ও অন্যান্য ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করে তাকে বাণিজ্যিক ব্যাংক বলে। এ ব্যাংকের লকার সেবার মাধ্যমে গ্রাহক তাদের মূল্যবান দলিল ও গহনা লকারে রাখার সুযোগ পায়।

উদ্দীপকের সানজিদা রহমান শাপলা ব্যাংকে মাসিক ১,০০০ টাকা করে ডিপিএস হিসাবে জমা রাখেন। উক্ত ব্যাংকের কাছ থেকে তিনি ফ্রিজ কেনার অর্থ সংগ্রহ করেন। এছাড়াও সানজিদা রহমান তার গহনা ও জমির দলিল ব্যাংকে জমা রাখেন। এক্ষেত্রে 'শাপলা' ব্যাংক আমানত গ্রহণ, ঋণদান, গ্রাহকের অর্থ ও সম্পদের নিরাপত্তা বিধানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ব্যাংকের কার্যক্রম সম্পাদন করে।

'শাপলা' ব্যাংক বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে তার প্রধান কার্যক্রম সম্পাদন করে। কারণ ব্যাংকটি সানজিদাকে ডিপোজিট পেনশন স্কিম (ডিপিএস) হিসাব খোলার সুযোগ দিয়ে তার থেকে আমানত গ্রহণ করে। ফ্রিজ কেনার জন্য ভোক্তা ঋণ দেয়। এছাড়া তার মূল্যবান দলিল ও সম্পদের নিরাপত্তার স্বার্থে তাকে লকার সেবা প্রদান করে। যা বাণিজ্যিক ব্যাংক হিসেবে 'শাপলা' ব্যাংকের প্রধান কার্যক্রমের অন্তর্ভুক্ত।

প্রশ্ন ৫ ▸ সকল বোর্ড ২০১৮

প্রাচীনকালে মানুষের চাহিদা ছিল খুব সীমিত। তখন মানুষ একটি দ্রব্য দিয়ে আরেকটি দ্রব্য গ্রহণ করত। পরবর্তীতে উক্ত প্রথার বিভিন্ন সমস্যার কারণে মুদ্রার আবির্ভাব হয়। মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত।

ক. কোন শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়? ১

খ. ই-ব্যাংকিং কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকের প্রাচীনকালে ব্যবহৃত প্রথাটির সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত— বাক্যটির আলোকে মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৩

ক উনবিংশ শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়।

খ ব্যাংকিং সেবা সুবিধা প্রদানের আধুনিক কৌশলই হলো ই-ব্যাংকিং বা ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং।

ইলেকট্রনিক ব্যাংকিং হলো ব্যাংকিং ব্যবস্থায় অত্যাধুনিক তড়িৎবাহী পদ্ধতি যেখানে কম্পিউটার প্রযুক্তির ব্যবহার করে অতিদ্রুত নির্ভুলভাবে সম্প্রসারিত ব্যাংকিং সেবা-সুবিধা প্রদান করা হয়। এক্ষেত্রে অর্থ উত্তোলন, অর্থ স্থানান্তর, তথ্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ, প্রদান, যোগাযোগ ইত্যাদি কাজ ইলেকট্রনিক পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয়।

গ উদ্দীপকের প্রাচীনকালে ব্যবহৃত প্রথাটি হলো বিনিময় প্রথা।

বিনিময় প্রথা বলতে 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে তার প্রয়োজন অতিরিক্ত দ্রব্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের চাহিদা নির্বাহ করার প্রথাকে বোঝায়। বিনিময় প্রথার বিভিন্ন সমস্যার কারণে মুদ্রার আবির্ভাব হওয়ায় এ প্রথাটি বিলুপ্ত হয়।

উদ্দীপকে প্রাচীনকালের বিনিময় প্রথা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। প্রাচীনকালে মানুষের চাহিদা ছিল খুব সীমিত। তখন মানুষ একটি দ্রব্য দিয়ে আরেকটি দ্রব্য গ্রহণ করত। তাই 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' এ প্রথাটি বিনিময় প্রথা হিসেবে পরিচিত হয়েছে। এ প্রথাটির বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান ছিল। সমস্যাগুলো হলো-পণ্য বিনিময়ে চাহিদার অসামঞ্জস্যতা। যেমন-এক ব্যক্তির ১০ কেজি চাল আছে। তার ৪ কেজি গমের প্রয়োজন। কিন্তু যার ৪ কেজি গম আছে তার চালের প্রয়োজন নেই। এছাড়াও মূল্যের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। যেমন : ১ কেজি চালের বিনিময়ে ঠিক কতটুকু গম বিনিময়যোগ্য তা নির্ধারণ করা সমস্যা ছিল। আবার অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো পচনশীল তা সহজে সংরক্ষণ করা যেত না। তাই প্রকৃতপক্ষেই প্রাচীনকালে ব্যবহৃত প্রথাটি অর্থাৎ বিনিময় প্রথার নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান ছিল।

ঘ মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত— এ বাক্যটি থেকে মুদ্রা ও ব্যাংকের মধ্যে নিবিড় ও ঘনিষ্ট সম্পর্কের বিষয়ে ধারণা পাওয়া যায়।

ব্যাংক ব্যবস্থা প্রবর্তনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাংক মুদ্রাকেই তার ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আসছে। তাই মুদ্রা ও ব্যাংক একটি অন্যটির সহযোগী হিসেবে কাজ করছে।

উদ্দীপকে মুদ্রা প্রচলনের পর পরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা এবং মুদ্রা ও ব্যাংকের মধ্যে এক ধরনের সম্পর্ককে নির্দেশ করেছে। মুদ্রাকে ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি মুদ্রার নিরাপত্তার জন্যও ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। প্রাচীনকালে বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করার জন্য মুদ্রা আবিষ্কারের পর পরই মুদ্রা সংরক্ষণ, মুদ্রার নিরাপত্তা ইত্যাদি বিষয়কে কেন্দ্র করে ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মূলত মুদ্রা প্রচলনের পর থেকেই ব্যাংক ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। তাই মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননীও বলা বলা হয়।

প্রকৃতপক্ষে মুদ্রা তথা অর্থকে কেন্দ্র করেই ব্যাংক তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। তাই ব্যাংককে অর্থের ব্যবসায়ী বলা হয়। মানুষের কাছে থাকা প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় হিসেবে সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংক তার আমানতের সৃষ্টি করে, যার বিনিময়ে সঞ্চয়কারী নির্দিষ্ট পরিমাণ সুদ বা মুনাফা পেয়ে থাকে। এই আমানত ঋণ গ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বর্ধিত সুদ প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক তার ব্যবসায়িক মুনাফা লাভ করে থাকে। অর্থাৎ মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত। সুতরাং বলা যায়, মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহারও সীমিত।

শীর্ষস্থানীয় স্কুলসমূহের টেস্ট পরীক্ষার সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর | মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত

প্রশ্ন ৬ ▶ আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ, মতিঝিল, ঢাকা

গ্রীষ্মের ছুটিতে শিহাব গ্রামে নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। তার দাদি ফেরিওয়ালার কাছ থেকে এক ঝুড়ি ধান নিয়ে তার জন্য মাটির ফুলদানি, জীবজন্তু ও ব্যাংক কিনে দেন। টাকা ছাড়া এরূপ লেনদেনের কথা সে ৬ষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইতে পড়েছে কিন্তু বাস্তবে আগে কখনো দেখেনি। সে মনে মনে ভাবে মুদ্রার মাধ্যমে এসব লেনদেন কতই না সহজ ও ত্রুটিমুক্ত।

ক. ব্যাংক শব্দের ল্যাটিন অর্থ কী? ১

খ. কাগজি মুদ্রার প্রচলন ও প্রসারতার কারণ কী? ২

গ. উদ্দীপকে বর্ণিত লেনদেনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত কর। ৩

ঘ. লেনদেন সম্প্রসারণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রগতিতে মুদ্রার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ১

ক ব্যাংক শব্দের ল্যাটিন অর্থ বেঞ্চ অথবা বসবার জন্য ব্যবহৃত লম্বা টেবিল।

খ মূলত ধাতব মুদ্রার সরবরাহ ঘাটতির প্রেক্ষিতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন ও প্রসার হয়।

কাগজি মুদ্রার প্রচলন উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়। বর্তমানে কাগজি মুদ্রার সাথে সাথে ধাতব মুদ্রার প্রচলন থাকলেও ধাতব মুদ্রার ব্যবহার এখন ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। কাগজের সহজলভ্যতা, সহজে বহনযোগ্য হওয়া এবং বর্তমানে বিভিন্ন রকমের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

গ উদ্দীপকে বর্ণিত লেনদেন বা প্রথাটি হলো বিনিময় প্রথা।

বিনিময় প্রথা বলতে 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' অর্থাৎ পরস্পরের মধ্যে তার প্রয়োজন অতিরিক্ত দ্রব্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে নিজের চাহিদা নির্বাহ করার প্রথাকে বোঝায়। বিনিময় প্রথার বিভিন্ন সমস্যার কারণে মুদ্রার আবির্ভাব হওয়ায় এ প্রথাটি বিলুপ্ত হয়।

উদ্দীপকে প্রাচীনকালের বিনিময় প্রথা সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়েছে। এ প্রথাটির বিভিন্ন সমস্যা বিদ্যমান ছিল। সমস্যাগুলো হলো-পণ্য বিনিময়ে চাহিদার অসামঞ্জস্যতা। যেমন-এক ব্যক্তির ১০ কেজি চাল আছে। তার ৪ কেজি গমের প্রয়োজন। কিন্তু যার ৪ কেজি গম আছে তার চালের প্রয়োজন নেই। এছাড়াও মূল্যের পরিমাপ করা সম্ভব নয়। যেমন : ১ কেজি চালের বিনিময়ে ঠিক কতটুকু গম বিনিময়যোগ্য তা নির্ধারণ করা সমস্যা ছিল। আবার অনেক দ্রব্য আছে যেগুলো পচনশীল তা সহজে সংরক্ষণ করা যেত না। তাই প্রকৃতপক্ষেই প্রাচীনকালে ব্যবহৃত প্রথাটি অর্থাৎ বিনিময় প্রথার নানাবিধ সমস্যা বিদ্যমান ছিল।

ঘ লেনদেন সম্প্রসারণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রগতিতে মুদ্রার ভূমিকা অপরিসীম।

মুদ্রা একটি বিনিময়ের মাধ্যম, যা সবার নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। যেকোনো লেনদেন মুদ্রা বা অর্থের মাধ্যমে সম্পাদন করা যায়। যার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে।

উদ্দীপকে শিহাব দাদা বাড়িতে বেড়াতে যেয়ে দেখেন, তার দাদি ফেরিওয়ালার কাছ থেকে এক ঝুড়ি ধান দিয়ে তার জন্য মাটির ফুলদানি, জীবজন্তু ও ব্যাংক কিনে দেন। তখন শিহাব মনে মনে ভাবে মুদ্রার মাধ্যমে এসব লেনদেন কতই না সহজ ও ত্রুটিমুক্ত হতো। প্রকৃতপক্ষে তার ভাবনাটা সঠিক। কেননা মুদ্রা বিনিময়ের সর্বগ্রহণযোগ্য মাধ্যম এবং যেকোনো দ্রব্য বা সেবা মূল্য নির্ধারণে সহায়ক বিধায় লেনদেন করাও অনেক সহজ ও ত্রুটিমুক্ত।

মুদ্রা বা অর্থ ব্যবহার করে মানুষ যেকোনো দ্রব্য বা সেবা নিতে পারছে। যার ফলে লেনদেনের সম্প্রসারণ হচ্ছে। এছাড়া মানুষের চাহিদা পূরণে নতুন নতুন ব্যবসায় সৃষ্টি হচ্ছে। এসব ব্যবসায়ের পণ্য খুব সহজেই মুদ্রার মাধ্যমে বিনিময় করা সম্ভব হচ্ছে। মানুষও মূল্যের ওপর ভিত্তি করে সহজেই তার প্রয়োজনীয় দ্রব্যটি সামর্থ্য অনুসারে কিনতে পারছে, এ কারণে ব্যবসায়-বাণিজ্য ক্রমশ বিকাশ লাভ করছে। এছাড়া মুদ্রাকে সঞ্চয় করা যায় বিধায় ব্যবসায়ীরা সর্বোচ্চ পরিমাণ বিক্রয়ে উদ্বুদ্ধ হচ্ছে। তাই বলা যায়, লেনদেন সম্প্রসারণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রগতিতে মুদ্রার ভূমিকা অপরিসীম।

প্রশ্ন ৭ ▶ হলি ক্রস উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়, ঢাকা

জনাব সামাদ মাসিক বেতন ৫০,০০০ টাকা পেলেন। এ থেকে ২০,০০০ টাকা ভাড়া পরিশোধ করেন। ১,৫০০ টাকা দিয়ে মেয়ের জন্য জামা কিনেন। 'X' ব্যাংকে ডিপিএস করেন ৫,০০০ টাকা। উক্ত ব্যাংকের কাছ থেকে এসি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।

ক. মুদ্রা কাকে বলে? ১

খ. ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদান একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল– ব্যাখ্যা কর। ২

গ. জনাব সামাদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মুদ্রার ভূমিকা বর্ণনা কর। ৩

ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' ব্যাংকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ১ ও ২

ক যা বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকে মুদ্রা বলে।

খ ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা ও ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

ব্যাংক জনগণ থেকে স্বল্পসুদে অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং অধিক সুদে ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে থাকে। ব্যাংকের এ ঋণদান কার্যক্রম নির্ভর করে সংগৃহীত আমানতের ওপর। আবার ঋণদানের ক্ষেত্র না থাকলে ব্যাংকের আমানত সংগ্রহেরও প্রয়োজন পড়তো না। তাই বলা যায়, ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ ও ঋণ প্রদান একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

গ উদ্দীপকে জনাব সামাদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মুদ্রার ভূমিকা হলো মুদ্রা বিনিময় মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করেছে।

যেকোনো লেনদেন করার জন্য মুদ্রা ব্যবহার করা যায়। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয় করতে চাইলে মুদ্রার সাহায্যে সঞ্চয় করা যায়। আবার কোনো অর্থনৈতিক পণ্য বা সেবার মূল্য কত তা নির্ধারণ করা মুদ্রার কাজ।

উদ্দীপকে জনাব সামাদ মাসিক বেতন ৫০,০০০ টাকা পেলেন এ থেকে ২০,০০০ টাকা ভাড়া পরিশোধ করেন। আবার তিনি ১,৫০০ টাকা দিয়ে মেয়ের জন্য জামা কিনেন। এক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করেছে। তিনি ব্যাংকে ডিপিএস করেন ৫,০০০ টাকা। এর মাধ্যমে মুদ্রা সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করেছে। সুতরাং বলা যায়, জনাব সামাদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে বিনিময় মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের ভাণ্ডার হিসেবে মুদ্রার ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে।

ঘ উদ্দীপকে 'X' ব্যাংক ব্যাংকিং ব্যবসায়ের প্রধান কাজ হিসেবে আমানত গ্রহণ ও ঋণদানের কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক মূলত জনগণের আমানত সংগ্রহ এবং গ্রাহকের প্রয়োজনে ঋণদানের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যক্রম সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে জনাব সামাদ মাসিক বেতন থেকে ভাড়া পরিশোধ করেন এবং মেয়ের জন্য জামা কিনেন। মাসিক বেতন থেকে খরচগুলো বাদ দিলে তার সঞ্চয় পাওয়া যায় যা থেকে তিনি 'X' ব্যাংকে ৫,০০০ টাকার ডিপিএস করেন। উক্ত ব্যাংকের কাছ থেকে এসি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন। এক্ষেত্রে 'X' ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ ও তাকে ঋণদানের কার্যক্রম সম্পাদন করেছে।

যাদের ব্যয় থেকে আয় বেশি, তারা দেশের সঞ্চয়কারী। তাদের এই সঞ্চয় বিভিন্ন প্রকার চলতি, সঞ্চয়ী ও স্থায়ী আমানত হিসেবে গ্রহণ করা ব্যাংকের একটি প্রধান কাজ। ব্যাংক জনগণের নিকট হতে সঞ্চিত অর্থ আমানত হিসেবে গ্রহণ করে সেই অর্থ ঋণগ্রহীতাদের বিভিন্ন মেয়াদে ঋণ হিসাবে প্রদান করে। ঋণ প্রদান করা ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ। উদ্দীপকে 'X' ব্যাংক ডিপিএস-এর মাধ্যমে জনাব সামাদের সঞ্চয় সংগ্রহের মাধ্যমে আমানত গ্রহণ করে। আবার ব্যাংকটি তাকে এসি কিনতে ঋণদান করে, যা ব্যাংকের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও প্রধান কাজ হিসেবে বিবেচিত।

প্রশ্ন ৮ ▸ বাংলাদেশ মহিলা সমিতি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ও কলেজ, চট্টগ্রাম

গত সপ্তাহে পূর্ণতা তার মায়ের সাথে ব্যাংকে গিয়ে বুঝতে পারে ব্যাংক শুধু জমা বা তোলার স্থান নয়, এখানে আরও অনেক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যাংক হতে বাসায় আসার পর রিকশাচালককে ভাড়া বাবদ ৫০ টাকা প্রদান করে।

ক. কোন দশকে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু করে? ১

খ. বিনিময় প্রথা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. রিকশাচালককে ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুদ্রার কাজের ধরন মূল্যায়ন কর। ৪

৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক আশির দশকে শুরু হয় বিরাষ্ট্রীকরণ প্রক্রিয়া।

খ দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের আদান-প্রদানকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলে।

সাধারণত মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই সমাজে ও দেশে দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিময় প্রথা চালু হয়ে এসেছে। চাহিদা মিটাতে সমাজের মানুষজন নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি অপরের সাথে বিনিময় করত; যাকে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বলা হয়। আর এই দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের আদান-প্রদানকেই বিনিময় প্রথা বলা হয়ে থাকে।

গ উদ্দীপকে ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলি বলতে অর্থ জমা ও উত্তোলন ছাড়া অন্যান্য কার্যাবলিকে বোঝানো হয়েছে।

ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা ও ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। তবে অর্থ জমা, উত্তোলনের সুযোগ দেওয়া এবং ঋণদান ছাড়াও ব্যাংক মুনাফা অর্জনের উদ্দেশ্যে আরও নানাবিধ কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে। বিল বাট্টাকরণ ও বিনিময় বিলে স্বীকৃতি, বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন ও প্রত্যয়ন; অর্থ স্থানান্তর, মূল্যবান দলিল নিরাপত্তার সাথে সংরক্ষণ, সম্পদ ব্যবস্থাপনা ও অর্থ বিষয়ক উপদেশ দেওয়াসহ ব্যাংক বিভিন্ন কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

উদ্দীপকে পূর্ণতা তার মায়ের সাথে ব্যাংকে গিয়ে বুঝতে পারে ব্যাংক শুধু অর্থ জমা বা তোলার স্থান নয়, এখানে আরও অনেক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যাংক গ্রাহকের প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ ও প্রদেয় বিলে স্বীকৃতি প্রদান করে। প্রত্যয়পত্র ইস্যু ও পরামর্শ দিয়ে বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পাদনে সহায়তা করে। দেশে-বিদেশে গ্রাহকের অর্থ স্থানান্তরে ভূমিকা রাখে। এছাড়া গ্রাহকের মূল্যবান সম্পদ সংরক্ষণে লকার সেবা দিয়ে থাকে। পাশাপাশি ব্যবসায়িক বিষয়ে পরামর্শ দেওয়া এবং গ্রাহকের পক্ষে সম্পদ ব্যবস্থাপনা করে থাকে।

ঘ উদ্দীপকে রিকশাচালককে ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করেছে।

মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। অর্থাৎ যেকোনো লেনদেন করার জন্য মুদ্রা ব্যবহার করা যায়। এছাড়া মূল্যের পরিমাপক হিসেবে যেকোনো অর্থনৈতিক পণ্য বা সেবার মূল্য কত এটা নির্ধারণ করা মুদ্রা বা টাকার একটি কাজ।

উদ্দীপকের পূর্ণতা তার মায়ের সাথে ব্যাংকে গিয়েছিলেন। ব্যাংক হতে বাসায় আসার পর রিকশাচালককে ভাড়া বাবদ ৫০ টাকা প্রদান করেন। অর্থাৎ মুদ্রা বা টাকার ব্যবহার থাকার কারণে তাদের মধ্যে লেনদেন করা সহজ হয়েছে। সেক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম ও পরিমাপক হিসেবে কাজ করেছে।

মুদ্রার কারণে রিকশাচালকের প্রদত্ত সেবার মূল্য কত তা নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। সেক্ষেত্রে সেবার মূল্য প্রকাশ পায় ৫০ টাকা। আবার মুদ্রা সহজে বিনিময়যোগ্য বিধায় রিকশাচালককে ৫০ টাকার বিনিময়ে তার থেকে সেবাটা নেওয়া সম্ভব হয়েছে। তাই বলা যায়, রিকশাচালককে ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করেছে।

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক প্রণীত সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

বিষয়বস্তুর ধারায় উপস্থাপিত

প্রশ্ন ৯ ▸ বিষয়বস্তু : মুদ্রা ও তার ইতিহাস এবং মুদ্রার কাজ

জনাব কাজল একজন ব্যাংকার। ঈদ উপলক্ষে জনাব কাজল তার ছেলেকে কিছু নতুন টাকা দিলেন। কৌতূহলী ছেলে তার বাবার কাছে নোট ও মুদ্রার ইতিহাস জানতে চাইল। জনাব কাজল তার ছেলেকে মুদ্রার ইতিহাস সম্পর্কে বুঝিয়ে বললেন।

ক. কোন শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয়? ১

খ. বিনিময় প্রথাটি কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. মুদ্রা ব্যবস্থা থেকেই ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্ভব– ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. জনাব কাজলের মতে মুদ্রার ইতিহাস বিশ্লেষণ কর। ৪

৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক উনবিংশ শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয়।

খ দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের আদান-প্রদানকে দ্রব্য বিনিময় প্রথা বলে।

সাধারণত মানুষ সৃষ্টির শুরু থেকেই সমাজে ও দেশে দেশে বিভিন্ন পদ্ধতিতে বিনিময় প্রথা চালু হয়ে এসেছে। চাহিদা মিটাতে সমাজের মানুষজন নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি অপরের সাথে বিনিময় করত; যাকে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য বলা হয়। আর এই দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের আদান-প্রদানকেই বিনিময় প্রথা বলা হয়ে থাকে।

গ মুদ্রা আবিষ্কারের পর পর ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার, লেনদেন ও মুদ্রার নিরাপত্তা নিশ্চিত করার প্রয়োজনীয়তা থেকে ব্যাংকিং ব্যবস্থার উদ্ভব হয়।

মানবসভ্যতার প্রথমদিকে প্রচলিত বিনিময় প্রথার কিছু সীমাবদ্ধতা ছিল। এগুলোর সমাধান করে মুদ্রার আবির্ভাব হয়। এর পরপরই

ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। এজন্য মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়।

উদ্দীপকে জনাব কাজল একজন ব্যাংকার। ঈদ উপলক্ষে তার ছেলেকে কিছু নতুন নোট দিলেন। এখানে এই নোটগুলো হলো মুদ্রা। মুদ্রার প্রচলনের পর লেনদেনে, ব্যবসায়-বাণিজ্যে এর ব্যাপক ব্যবহার হয়। ফলে এই লেনদেন ব্যবস্থাপনা ও মুদ্রার নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয়। এভাবে ব্যাংকিং ব্যবস্থার সূচনা হয়। সুতরাং বলা যায়, মুদ্রা ব্যবস্থা থেকেই ব্যাংকিংয়ের উদ্ভব হয়।

ঘ জনাব কাজলের মতে মুদ্রার ইতিহাস খুবই বিচিত্র।

বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার আবির্ভাব হয়। ইতিহাস থেকে দেখা যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকার এবং প্রকৃতির মুদ্রা ব্যবহৃত হতো। মুদ্রা হিসেবে কড়ি, পাথর, হাঙ্গরের দাঁত, ঝিনুক, তামা, রুপা ও সোনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়।

উদ্দীপকে জনাব কাজল ঈদ উপলক্ষে তার ছেলেকে কিছু নতুন টাকা দিলেন। কৌতূহলী ছেলে তার বাবার কাছে নোট বা মুদ্রার ইতিহাস জানতে চাইল। তার বাবা মুদ্রার বিচিত্র ইতিহাস বুঝিয়ে বললেন।

প্রথমদিকে মুদ্রা হিসেবে কড়ি, পাথর, হাঙ্গরের দাঁত, ঝিনুক ব্যবহৃত হতো। মানুষ এগুলো সংগ্রহ করে মুদ্রা হিসেবে ব্যবহার করত। এক্ষেত্রে এর সঠিক ব্যবস্থাপনা ছিল না। পরবর্তীতে ধাতব মুদ্রা হিসেবে তামা, রুপা, সোনার কয়েন ব্যবহার হতো। তবে ব্যবহার, স্থানান্তর, বহন ও অন্যান্য প্রয়োজনের কারণে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারেনি। উনবিংশ শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। বর্তমানে নিয়ন্ত্রিত ও নিরাপদ মুদ্রা ব্যবস্থা প্রচলিত রয়েছে।

প্রশ্ন ১০ ▸ বিষয়বস্তু : মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক

প্রাচীনকালে মানুষ নিজেদের মধ্যে বিনিময় প্রথার মাধ্যমে তাদের অভাব পূরণ করত। বিনিময় মাধ্যমের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন মুদ্রার প্রচলন হয় এবং এতে করে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যের সহায়তার কারণেই ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়।

ক. মানুষ ভবিষ্যতের জন্য কী জমা রাখে? ১

খ. অর্থের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ কর। ২

গ. ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংকের কার্যাবলি ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. "মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা একে অপরের পরিপূরক।"— উক্তিটির যথার্থতা বিশ্লেষণ কর। ৪

১০নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক মানুষ ভবিষ্যতের জন্য টাকা জমা রাখে।

খ অর্থের কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হলো অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের ভান্ডার।

যেকোনো লেনদেন করার জন্য বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থ ব্যবহার হয়। ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ে অর্থের ব্যবহার হয়। এছাড়া যেকোনো অর্থনৈতিক পণ্য বা সেবার মূল্য অর্থের মূল্যে পরিমাপযোগ্য হয়।

গ ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংক বহুমুখী কার্যাবলি সম্পাদন করে থাকে।

ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা ও ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। ব্যাংক জনগণ থেকে আমানত সংগ্রহ, ঋণদান, বাট্টাকরণ ও বিনিময় বিলে স্বীকৃতি, বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন ও প্রত্যয়ন, অর্থ স্থানান্তরসহ নানাবিধ কার্যক্রম সম্পাদন করে।

উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী, বিনিময় মাধ্যমের দুষ্প্রাপ্যতার দরুন মুদ্রার প্রচলন হয়। এতে করে ব্যবসায়-বাণিজ্য বিস্তার লাভ করে। ব্যবসায়-বাণিজ্যে সহায়তার কারণে ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়। মূলত মুদ্রা আবিষ্কারের পরপর ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসার ঘটে। যার ফলে লেনদেন এবং মুদ্রার নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যাংক ব্যবস্থার সৃষ্টি হয়। ব্যাংকও ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে নতুন নতুন ব্যাংকিং পণ্য ও সেবা চালু করেছে। আমানত গ্রহণ, ঋণদান, ব্যবসায়ীদের বিনিময় বিল বাট্টাকরণ ও বিলে স্বীকৃতি, বৈদেশিক বাণিজ্য সম্পাদনে প্রত্যয়পত্র সুবিধা প্রদান, দেশে-বিদেশে অর্থ স্থানান্তরে সহায়তাসহ বহুবিধ ব্যাংকিং সেবা ব্যবসায়ী ও গ্রাহকদের প্রদান করছে। যার ফলে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ক্রমশ উন্নয়ন ঘটে। সুতরাং বলা যায়, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা অত্যধিক।

ঘ মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার মধ্যে পরিপূরক সম্পর্ক রয়েছে।

মুদ্রা বিনিময় মাধ্যম হিসেবে সবার কাছে গ্রহণীয় এবং সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। অন্যদিকে, ব্যাংক হলো আর্থিক প্রতিষ্ঠান। এ প্রতিষ্ঠান আমানত সংগ্রহ ও ঋণ দেয়। মূলত মুদ্রাকে কেন্দ্র করেই ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম সম্পাদিত হয়।

উদ্দীপকের বিনিময় প্রথার সমস্যা দূর করতে মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের ভান্ডার ও মূল্যের পরিপূরক হিসেবে কাজ করে। মুদ্রা প্রচলনের পর ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত।

মুদ্রা প্রচলন হওয়ার পরই ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি হয়েছে। মুদ্রার মাধ্যমেই ব্যাংক আমানত সংগ্রহ করে ও ঋণ দেয়। আবার ব্যাংক ব্যবসায় ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত। গ্রাহকদের কাছ থেকে আমানত সংগ্রহ, ঋণদানসহ বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করাই ব্যাংকের কাজ। আর মুদ্রা প্রচলনের কারণেই ব্যাংকের পক্ষে এসব কাজ করা সম্ভব হচ্ছে। তাই বলা যায়, মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থা একে অপরের পরিপূরক।

প্রশ্ন ১১ ▸ বিষয়বস্তু : মুদ্রা ও তার ইতিহাস এবং মুদ্রার কাজ

জনাব রহমান একজন ব্যবসায়ী। দোকান থেকে রাতে বাসায় ফেরার সময় তিনি তার মেয়ের জন্মদিনের জন্য ৬০০ টাকা দিয়ে একটি কেক কিনলেন। এছাড়াও তিনি দোকানের নগদ তহবিল থেকে মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য প্রতি মাসে ২,০০০ টাকা করে ডিপিএসে জমা রাখেন।

ক. মুদ্রাকে কী বলা হয়? ১

খ. ব্যাংকিং কী? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে মুদ্রার কোন কাজ সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়? ৩

ঘ. উদ্দীপকে ঘটনাগুলো দ্রব্য বিনিময় প্রথার বিলুপ্তির ফসল'— তুমি কি এই বক্তব্যের সাথে একমত? যুক্তি দাও। ৪

১১নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক মুদ্রাকে বিনিময়ের সহজ মাধ্যম বলা হয়।

খ ব্যাংকের যাবতীয় আইনসঙ্গত কার্যক্রমকে ব্যাংকিং বলে।

আমানত সংগ্রহ, ঋণদান, গ্রাহককে অর্থস্থানান্তরে সুবিধা দেওয়া, লকার সেবা প্রদান, ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন ও প্রত্যয়ন ইত্যাদি ব্যাংকিং হিসেবে গণ্য হয়।

গ উদ্দীপকে মুদ্রার বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে ধারণা পাওয়া যায়।

যা বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকে মুদ্রা বলে। মুদ্রার মাধ্যমে আর্থিক লেনদেন অনেক সহজ।

উদ্দীপকের জনাব রহমান তার মেয়ের জন্মদিনের জন্য ৬০০ টাকা দিয়ে একটি কেক কিনলেন। এখানে মুদ্রা বা অর্থের বিনিময়ে কেক

কেনায় মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। পাশাপাশি কেকের মূল্য ৬০০ টাকা নির্ধারণে মুদ্রা মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করেছে। অন্যদিকে তিনি ২,০০০ টাকা করে মেয়ের জন্য প্রতি মাসে ডিপিএসে জমা করেন। এক্ষেত্রে মুদ্রা সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করেছে।

ঘ উদ্দীপকের ঘটনাগুলো দ্রব্য বিনিময় প্রথার বিলুপ্তির ফসল" আমি এর সাথে একমত।

দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য আদান-প্রদানের প্রথাটি হলো দ্রব্য বিনিময় প্রথা। মুদ্রা আবিষ্কারের পড়ে এই প্রথাটির বিলুপ্তি ঘটে।

উদ্দীপকে জনাব রহমান একজন ব্যবসায়ী। তিনি মুদ্রার মাধ্যমে তার ব্যবসায়িক কার্যক্রম পরিচালনা করেন। এছাড়া মুদ্রা বা অর্থ ব্যবহার করে তিনি মেয়ের জন্মদিনে কেক কিনলেন এবং মেয়ের ভবিষ্যতের জন্য সঞ্চয়ও করেন।

প্রথমে মানুষের চাহিদা ছিল খুব সীমিত। তখন পরস্পরের মধ্যে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দ্রব্যাদি বিনিময়ের মাধ্যমে মানুষ নিজেদের চাহিদা নির্বাহ করত। কালক্রমে উনবিংশ শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়। কাগজের সহজলভ্যতা, সহজে বহনযোগ্যতা এবং বিভিন্ন নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কাগজি মুদ্রা স্থায়িত্ব লাভ করে। এছাড়া বিনিময়ের মাধ্যম, সঞ্চয়ের বাহন ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে এটি সবার কাছে গ্রহণযোগ্যতা পায়। এভাবেই দ্রব্যের বিনিময় প্রথা বিলুপ্তি ঘটে।

প্রশ্ন ১২ ▸ বিষয়বস্তু : মুদ্রার কাজ এবং মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক

গল্পচ্ছলে সুমি একদিন তার দাদির কাছ থেকে জানতে পারল যে, আগেকার যুগে মানুষেরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য একেকজনের সাথে বিনিময় করত। কিন্তু তাতে করে সব ধরনের পণ্য বিনিময় করা যেত না। আর এখন এর একটি সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য মাধ্যম আছে। এই মাধ্যম আবিষ্কারের জন্য ব্যাংক ব্যবস্থারও প্রচলন হয়।

ক. ব্যাংক কী? ১
খ. কাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য মাধ্যমটিকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. এই মাধ্যমটি মানুষের সকল আর্থিক লেনদেনকে সহজ করেছে কীভাবে? বিশ্লেষণ কর। ৪

১২নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

খ মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়।

মুদ্রা একটি বিনিময়ের মাধ্যম এবং সবার নিকট গ্রহণযোগ্য বিধায় মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। যার ফলে মানুষের মধ্যে লেনদেন এবং বিনিময়ের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। মূলত মুদ্রা প্রচলনের পর পরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যার জন্য মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়।

গ উদ্দীপকে সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য মাধ্যমটিকে মুদ্রা বলে।

মুদ্রা একটি বিনিময়ের মাধ্যম, যা সবার নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ বৃদ্ধি পায়। ফলে বিনিময়ের সহজ মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার ব্যবহার বৃদ্ধি পায়।

উদ্দীপকে সুমি দাদির কাছ থেকে জানতে পারল যে, আগেকার যুগের মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য একজনের সাথে অন্যজন বিনিময় করত। কিন্তু তাতে সব ধরনের পণ্য বিনিময় করা যেত না। এখন সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য মাধ্যম বলতে মুদ্রাকে বোঝানো হয়েছে। যেকোনো লেনদেন করার জন্য মুদ্রা ব্যবহৃত হয়। যেকোনো অর্থনৈতিক পণ্য বা সেবার মূল্য কত এটা মুদ্রার সাহায্যেই নির্ণয় করা যায়। মুদ্রার মাধ্যমে পণ্য ক্রয়-বিক্রয় কার্য সহজে সম্পাদন করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া মুদ্রার মাধ্যমে সঞ্চয়ের কাজটিও অনেক সহজ হয়েছে। সুতরাং সকলের নিকট গ্রহণযোগ্য মাধ্যম মুদ্রা হিসেবে পরিচিত।

ঘ মুদ্রার আবিষ্কার মানুষের সকল আর্থিক লেনদেনকে সহজ করেছে।

মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। মুদ্রার মাধ্যমে যেকোনো আর্থিক লেনদেন সহজে সম্পাদন করা যায়।

উদ্দীপকের আলোকে বলা যায়, মানবসভ্যতার বিকাশ একদিনে ঘটেনি। সুমি তার দাদির কাছে জানতে পারে আগেকার দিনে মানুষ তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য একজনের সাথে অন্যজন বিনিময় করত। কিন্তু তাতে সব ধরনের পণ্য বিনিময় করা যেত না। মুদ্রার ব্যবহার শুরুর পর থেকে বিনিময়ে আর কোনো বাধা রইল না। মানুষ সহজে পণ্যদ্রব্য ভোগ করতে পারছে। মুদ্রাকে সহজে সঞ্চয় করা সম্ভব হচ্ছে। এছাড়া মুদ্রার নিরাপত্তা বিধানে ব্যাংকেরও সৃচনা হয়েছে।

ব্যাংকের সকল কর্মকাণ্ডই মুদ্রার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মুদ্রা ছাড়া ব্যাংক কোনো লেনদেন করতে পারে না। মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে। ব্যাংকের সকল আর্থিক লেনদেন মুদ্রার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। এছাড়া মুদ্রার মাধ্যমে যেকোনো আর্থিক লেনদেন সম্পাদন করা যায়। ফলে এর মাধ্যমে সহজে পণ্য ক্রয় করা যায়। সুতরাং বলা যায়, মানুষের সকল আর্থিক লেনদেন সহজ করেছে মুদ্রা।

প্রশ্ন ১৩ ▸ বিষয়বস্তু : মুদ্রার কাজ

মিসেস স্বর্ণা একজন ব্যাংক কর্মকর্তা। তিনি তার মাসিক বেতন দিয়ে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বিভিন্ন প্রসাধনীসামগ্রী কিনলেন। তার মার জন্য ১০,০০০ টাকা মূল্যের একটি জামদানি শাড়ি কিনলেন এবং বাকি অর্থ ভবিষ্যতের জন্য রেখে দিলেন।

ক. কার ইতিহাস খুবই বিচিত্র? ১
খ. ব্যাংকিং কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মায়ের শাড়ি কেনায় মুদ্রা কী হিসেবে কাজ করেছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য কেনাকাটায় মুদ্রা তার সবচেয়ে প্রধান কাজটি করেছে– বিশ্লেষণ কর। ৪

১৩নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১

ক মুদ্রার ইতিহাস খুবই বিচিত্র।

খ ব্যাংকের যাবতীয় আইনসংগত কার্যক্রমকে ব্যাংকিং বলে।

আমানত সংগ্রহ, ঋণদান, গ্রাহককে অর্থস্থানান্তরে সুবিধা দেওয়া, লকার সেবা প্রদান, ব্যবসায়ীদের বৈদেশিক বাণিজ্যে অর্থায়ন ও প্রত্যয়ন ইত্যাদি ব্যাংকিং হিসেবে গণ্য হয়।

গ মিসেস স্বর্ণা মায়ের জন্য শাড়ি কেনায় মুদ্রা 'মূল্যের পরিমাপক' এবং 'বিনিময়ের মাধ্যম' হিসেবে কাজ করেছে।

যেকোনো অর্থনৈতিক পণ্য বা সেবার মূল্য কত এটা নির্ধারণ করা মুদ্রার একটি কাজ। এছাড়া মুদ্রার বিনিময়ে যেকোনো দ্রব্য কেনা যায়। উদ্দীপকে মিসেস স্বর্ণা তার বেতনের টাকা থেকে তার মায়ের জন্য ১০,০০০ টাকা মূল্যের একটি শাড়ি কিনলেন। এক্ষেত্রে মুদ্রা মূল্যের পরিমাপক ও বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। কারণ মুদ্রার

কারণে সহজে উক্ত শাড়ির মূল্য নির্ধারণ করা সম্ভব হয়েছে। আবার মুদ্রার বিনিময়ে শাড়ি ক্রয় করায় তা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। তাই বলা যায়, মিসেস স্বর্ণার কেনাকাটার ক্ষেত্রে মুদ্রা মূল্যের পরিমাপক এবং বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।

ঘ উদ্দীপকের মিসেস স্বর্ণার কেনাকাটায় মুদ্রা সবচেয়ে প্রধান বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

মুদ্রা হলো একটি বিনিময়ের মাধ্যম। যা সবার নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে।

উদ্দীপকের স্বর্ণা মাসিক বেতন থেকে নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্য এবং বিভিন্ন প্রসাধনী সামগ্রী কিনলেন। এছাড়াও তার মার জন্য ১০,০০০ টাকা দিয়ে একটি শাড়ি কিনলেন। অর্থাৎ মুদ্রার মাধ্যমে তিনি তার লেনদেন সম্পাদন করলেন। তার সকল লেনদেন মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে।

যেকোনো লেনদেনে মুদ্রা ব্যবহার করা হয়। এক্ষেত্রে মিসেস স্বর্ণা যখন কেনাকাটা করে তখন অর্থের মাধ্যমে বিনিময় হয়। আবার মুদ্রা মূল্যের পরিমাপক হিসেবেও কাজ করে। এক্ষেত্রে পণ্য বা সেবার মূল্য কত তা মুদ্রার মাধ্যমে নির্ধারণ করা যায়। সুতরাং বলা যায়, মিসেস স্বর্ণার কেনাকাটায় মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে তার সবচেয়ে প্রধান কাজটি করেছে।

প্রশ্ন ১৪ ▸ বিষয়বস্তু : মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক

চিত্র-ক

চিত্র-খ

ক. LC এর পূর্ণরূপ কী? ১

খ. মুদ্রার সবচেয়ে প্রধান কাজ কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২

গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' চিত্রটির ব্যাপক প্রসার লাভের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩

ঘ. চিত্র-খ প্রতিষ্ঠানটি গঠনে চিত্র 'ক' এর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

১৪নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ৩

ক LC এর পূর্ণরূপ হলো– Letter of Credit.

খ মুদ্রার সবচেয়ে প্রধান কাজ হলো বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ।

কার্যকারিতার ভিত্তিতে মুদ্রা বলতে আমরা বুঝি, মুদ্রা একটি বিনিময় মাধ্যম যা সবার নিকট গ্রহণীয় এবং যা মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ যেকোনো লেনদেন করার জন্য মুদ্রা ব্যবহার করা যায়। একটি বই কিনতে আমরা টাকা ব্যবহার করি। এখানে টাকা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। এটি মুদ্রার সবচেয়ে প্রধান কাজ।

গ উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' চিত্রটির ব্যাপক প্রসার লাভের কারণ হলো কাগজের সহজলভ্যতা ও সহজে বহনযোগ্যতা।

কাগজি মুদ্রার প্রচলন উনবিংশ শতাব্দীতে শুরু হয়। কাগজের সহজলভ্যতা, সহজে বহনযোগ্য হওয়া এবং বর্তমানে বিভিন্ন রকমের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

মুদ্রার ইতিহাস খুবই বিচিত্র। ইতিহাস থেকে দেখা যায় বিভিন্ন সময় বিভিন্ন আকার এবং প্রকৃতির মুদ্রা বিভিন্ন দেশে ব্যবহৃত হতো। বিনিময় মাধ্যমে মুদ্রা হিসেবে বিভিন্ন সময় কড়ি, হাঙ্গরের দাঁত, হাতির দাঁত, পাথর, ঝিনুক, পোড়ামাটি, তামা, রুপা ও সোনার ব্যবহার লক্ষ করা যায়। ব্যবহার, স্থানান্তর, বহন এবং অন্যান্য প্রয়োজনের কারণে ধাতব মুদ্রার ব্যবহার বেশি দিন স্থায়িত্ব লাভ করতে পারে নি। বর্তমানে কাগজি মুদ্রার সাথে সাথে ধাতব মুদ্রার প্রচলন থাকলেও ধাতব মুদ্রার ব্যবহার এখন ক্রমশ সীমিত হয়ে আসছে। কাগজের সহজলভ্যতা, সহজে বহনযোগ্য হওয়া এবং বর্তমানে বিভিন্ন রকমের নিরাপত্তা নিশ্চিত হওয়ায় কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করেছে।

ঘ উদ্দীপকে চিত্র-খ প্রতিষ্ঠানটি একটি ব্যাংক, যা গঠনে চিত্র-ক অর্থাৎ কাগজি মুদ্রার অবদান অনেক বেশি।

মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ব্যাংক ব্যবস্থা বিবর্তনের প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাংক মুদ্রাকেই তার ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

উদ্দীপকে মুদ্রাব্যবস্থার প্রচলন ও ব্যাংকিং ব্যবসায়ের গোড়া পত্তন পরস্পর সম্পর্কযুক্ত। সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। যার ফলে মানুষের মধ্যে লেনদেন এবং বিনিময়ের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, যার জন্য মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়।

মানুষের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ সঞ্চয় হিসাবে সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংক আমানতের সৃষ্টি করে, যার বিনিময়ে সঞ্চয়কারী নির্দিষ্ট সুদ বা মুনাফা পেয়ে থাকে। এই আমানত ঋণগ্রহীতাকে ঋণ হিসেবে বর্ধিত সুদে প্রদানের মাধ্যমে ব্যাংক তার ব্যবসায়িক মুনাফা লাভ করে। মূলত মুদ্রা আবিষ্কারের কারণেই ব্যাংকের পক্ষে তা সম্ভব হয়েছে। মুদ্রার নিরাপত্তার বিষয়টি এবং মুদ্রা সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করায় ব্যাংকের প্রয়োজনীয়তা মানুষ উপলব্ধি করে। মুদ্রা না থাকলে ব্যাংকের অস্তিত্বও থাকত না। তাই বলা যায়, ব্যাংক গঠনে মুদ্রার অবদান অনস্বীকার্য।

প্রশ্ন ১৫ ▸ বিষয়বস্তু : ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার

জনাব রিফাত গত তিন বছর ধরে মাটির ব্যাংকে টাকা জমাচ্ছেন। তারই সহকর্মী আরাফাত গত তিন বছর ধরে পোস্ট অফিস ব্যাংকে টাকা সঞ্চয় করছেন। পোস্ট অফিস ব্যাংক তাকে এজন্য ৮% হারে বার্ষিক সুদ দিচ্ছে।

ক. বিনিময় প্রথা কী? ১

খ. মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয় কেন? ২

গ. মাটির ব্যাংকে টাকা রেখে জনাব রিফাত কী পরিমাণ সুযোগ ব্যয় হারাচ্ছেন? বর্ণনা কর। ৩

ঘ. জনাব আরাফাতের সঞ্চয়ের মাধ্যমে পোস্ট অফিস ব্যাংকের কোন প্রধান কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে বলে তুমি মনে কর? ব্যাখ্যা কর। ৪

১৫নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা নির্বাহের প্রথাকে বিনিময় প্রথা বলে।

খ মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যার জন্য মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়।

ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হলো মুদ্রা। মুদ্রা ছাড়া ব্যাংক ব্যবসায় অচল। কারণ ব্যাংক মূলত মুদ্রাকে নিয়ে ব্যবসায় করে। মানুষের কাছে থাকা প্রয়োজনীয় অর্থ বা মুদ্রা ব্যাংক আমানত হিসেবে গ্রহণ করে আবার বিভিন্ন খাতে ঋণদানের মাধ্যমে মুনাফা অর্জন করে। মূলত মুদ্রা সৃষ্টির কারণেই মুদ্রার নিরাপত্তার প্রয়োজন দেখা দেয় এবং ব্যাংক ব্যবস্থার প্রচলন ঘটে।

গ উদ্দীপকের জনাব রিফাত মাটির ব্যাংকে টাকা রেখে ৮% হারে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ হারাচ্ছেন।

বিনিয়োগ থেকে কোনো ব্যক্তি অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ পেয়ে থাকে। আয় ঝুঁকিমুক্ত কিংবা ঝুঁকিবহুল দুই-ই হতে পারে। তবে ব্যাংকে কিংবা পোস্ট অফিসে বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত আয় ঝুঁকিমুক্ত আয় হিসেবে গণ্য হয়। কারণ এসব প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ থেকে নির্দিষ্ট হারে লাভ পাওয়া যায়।

উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী, জনাব রিফাত গত তিন বছর ধরে মাটির ব্যাংকে টাকা জমাচ্ছেন। তারই সহকর্মী আরাফাত গত তিন বছর ধরে পোস্ট অফিস ব্যাংকে টাকা সঞ্চয় করেন। এক্ষেত্রে তার সহকর্মী ৮% হারে আয়ের সুযোগ পাচ্ছেন যা তিনি পাচ্ছেন না। কারণ মাটির ব্যাংকে টাকা রাখলে যে পরিমাণ টাকা সঞ্চয় হবে সে পরিমাণই পাবে। কিন্তু জনাব রিফাত যদি তার সহকর্মীর মতো পোস্ট অফিস ব্যাংকে টাকা জমা রাখতেন তিনিও ৮% হারে বার্ষিক সুদ বা লাভ পেতেন যা অতিরিক্ত আয় হিসেবে গণ্য হবে। তাই বলা যায় মাটির ব্যাংকে টাকা রেখে জনাব রিফাত ৮% হারে অতিরিক্ত আয়ের সুযোগ হারাচ্ছেন।

ঘ উদ্দীপকের জনাব আরাফাতের সঞ্চয়ের মাধ্যমে পোস্ট অফিস ব্যাংকের আমানত গ্রহণের প্রধান কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে বলে আমি মনে করি।

ব্যাংক আমানতকারীদের নিকট হতে তাদের সঞ্চয় বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত হিসেবে গ্রহণ করে এবং আমানতকারীদের জমাকৃত অর্থের ওপর সুদ প্রদান করে। আমানত গ্রহণ ব্যাংকের একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ।

উদ্দীপকে দেখা যায়, পোস্ট অফিস ব্যাংকে জনাব আরাফাত গত তিন বছর ধরে টাকা সঞ্চয় করছেন। বিনিময়ে তিনি এ ব্যাংক থেকে ৮% হারে সুদ পাচ্ছেন। অর্থাৎ পোস্ট অফিস ব্যাংকটি গ্রাহক থেকে আমানত সংগ্রহ করছেন। যা ঐ ব্যাংকের প্রধান কাজ।

ব্যাংক আমানত গ্রহণ ও তা থেকে ঋণদানের মাধ্যমে মূলত ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালনা করে থাকে। বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান থেকে আমানত গ্রহণ করতে না পারলে ব্যাংক ঋণদানেও ব্যর্থ হবে। তাই আমানত গ্রহণ ব্যাংকের প্রধান কাজ হিসেবে গণ্য হয়। উদ্দীপকের পোস্ট অফিস ব্যাংকটি গ্রাহকের আমানত গ্রহণ করে বিধায় উক্ত ব্যাংকে হিসাব খুলে জনাব আরাফাত গত তিন বছর ধরে টাকা সঞ্চয় করতে পারছেন। এ থেকে বোঝা যায়, জনাব আরাফাতের সঞ্চয়ের মাধ্যমে পোস্ট অফিস ব্যাংক 'আমানত গ্রহণ' প্রধান কাজটি সম্পাদিত হচ্ছে।

প্রশ্ন ১৬ ▸ বিষয়বস্তু : মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক; ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার

মানবসভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষ দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের চাহিদা মেটাতো। দিনে দিনে সভ্যতার উন্নয়নের ফলে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যা দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব ছিল না। তাই এক সময় মুদ্রার প্রচলন ঘটে।

ক. মুদ্রা কী? ১
খ. ব্যাংক কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ব্যাংক ও ব্যাংকিং কি একই? যদি না হয় তাহলে কেন? ৩
ঘ. মুদ্রা ছাড়া ব্যাংক এর কার্যক্রম চলতে পারে কি? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

১৬নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক যা বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে তাকে মুদ্রা বলে।

খ ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

ব্যাংক একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান, যা জনগণের কাছ থেকে সুদের বিনিময়ে আমানত সংগ্রহ করে এবং মুনাফা অর্জনের নিমিত্তে বিনিয়োগ করে এবং চাহিবামাত্র অথবা নির্দিষ্ট সময়ান্তে সঞ্চয়কারীর আমানত ফেরত দিতে বাধ্য থাকে।

গ ব্যাংক ও ব্যাংকিং এক নয়।

ব্যাংক হলো একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান এবং ব্যাংকিং হলো ব্যাংক কর্তৃক দৈনন্দিন সম্পাদিত কার্যাবলির সমষ্টি।

ব্যাংক ও ব্যাংকিং শব্দ দুটি অর্থ ও ব্যবহারগত দিক থেকে প্রায় একই রকম মনে হলেও এদের মধ্যে বিভিন্ন পার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। যে আর্থিক প্রতিষ্ঠান আমানত গ্রহণ, ঋণ মঞ্জুর, ঋণ নিয়ন্ত্রণ, নোট প্রচলন, অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা প্রদান ইত্যাদি কাজে নিয়োজিত থাকে তাকে ব্যাংক বলে। পক্ষান্তরে, ব্যাংক কর্তৃক দৈনন্দিন যেসব ব্যবসায়িক কার্যাবলি সম্পাদিত হয় সামগ্রিকভাবে তাকে ব্যাংকিং বলে।

ঘ মুদ্রা ছাড়া ব্যাংকের কার্যক্রম চলতে পারে না।

মুদ্রা প্রচলনের পর পরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যার জন্য মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয়। ব্যাংক ব্যবস্থার বিবর্তনের পর থেকে আজ পর্যন্ত ব্যাংক মুদ্রাকেই তার ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে আসছে।

উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী, মানবসভ্যতার বিকাশ একদিনে ঘটেনি। সভ্যতার শুরুতে মানুষ দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা মেটাতো। সভ্যতার উন্নয়নের সাথে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমেরও পরিবর্তন হয়। তখন প্রচলন হয় মুদ্রার। মুদ্রার প্রচলনের পর পরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়।

ব্যাংকের সকল কার্যক্রমই মুদ্রার মাধ্যমে পরিচালিত হয়। মুদ্রা ছাড়া ব্যাংক কোনো লেনদেন করতে পারে না। মুদ্রাকে ব্যাংক তার ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান হিসেবে ব্যবহার করে। মুদ্রা ব্যতীত ব্যাংক কোনো লেনদেন সম্পাদন করতে পারে না। তাই বলা যায়, মুদ্রা ছাড়া ব্যাংকের কার্যক্রম চলতে পারে না।

প্রশ্ন ১৭ ▸ বিষয়বস্তু : মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক; ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার

মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় মুদ্রার ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং মুদ্রার প্রচলন ও সঞ্চালনের জন্য ব্যাংকের উদ্ভব হয়। ব্যাংক ও ব্যাংকারের মাধ্যমে ব্যাংকিং কার্যাবলি পরিচালিত হয়, তবে ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান মুদ্রা।

ক. কাগজি মুদ্রা কখন প্রচলন হয়? ১
খ. Barter System কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ব্যাংকিং ও ব্যাংকারের কাজের সম্পর্ক উদ্দীপকের আলোকে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "মুদ্রাই ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান"– উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

১৭নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ২

ক উনবিংশ শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয়।

খ দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য এই প্রথাটি বিনিময় প্রথা বা Barter System হিসেবে পরিচিত।

সভ্যতার বিবর্তনের সাথে মানুষের প্রয়োজন, কর্মকাণ্ড এবং চাহিদা বাড়তে থাকে। এসব চাহিদা মেটাতে সমাজের মানুষজন নিজের

প্রয়োজনে অতিরিক্ত দ্রব্যাদি অপরের সাথে বিনিময় করত। যাকে 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' বিনিময় করা বলত, যা বিনিময় প্রথা (Barter System) হিসেবে ব্যাপক পরিচিত।

গ ব্যাংকের যাবতীয় কাজের সমষ্টিকে ব্যাংকিং বলে। যে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ ব্যাংকিং কার্যাবলির সাথে সম্পৃক্ত থাকে তাকে ব্যাংকার বলে।

ব্যাংকিং এবং ব্যাংকার শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যাংক এবং ব্যাংকিং কার্যাবলি ব্যাংকের নিজের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভবপর না হওয়ায় ব্যাংকিং বিষয়ে শিক্ষা এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালিত হয়। ব্যাংক হচ্ছে একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠান যেখানে অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেওয়া হয়। ব্যাংকের সম্পাদিত যাবতীয় কাজের সমষ্টিকে ব্যাংকিং বলে।

উদ্দীপকে ব্যাংকিং এবং ব্যাংকারের সম্পর্ক দেখানো হয়েছে। ব্যাংকের প্রধান কাজ যা ব্যাংকিং হিসেবে পরিচিত তা হলো আমানত সংগ্রহ, ঋণদান, বাট্টাকরণ ও বিনিময় বিলে স্বীকৃতি, অর্থ স্থানান্তর ইত্যাদি। এ কাজগুলো করে থাকে ব্যাংকারগণ।

ঘ মুদ্রা ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান যা উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ করা হলো।

মানুষের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের ধারাবাহিকতায় মুদ্রার ব্যাপক প্রসার হয় এবং মুদ্রার প্রচলন ও সঞ্চালনের জন্য ব্যাংকের উদ্ভব হয়।

উদ্দীপকের বর্ণনা অনুযায়ী, মুদ্রার প্রচলন ও সঞ্চালনের জন্য ব্যাংকের উদ্ভব হয়। বিষয়টি আসলেই সঠিক। ব্যাংক ব্যবস্থার বিবর্তনের পর আজ পর্যন্ত ব্যাংক মুদ্রাকেই ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান গণ্য করে। সভ্যতার উন্নয়নের সাথে দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমেও পরিবর্তন হয়। ব্যাংকের সকল কার্যক্রমই মুদ্রার মাধ্যমে পরিচালিত হয়।

সভ্যতার বিকাশের সাথে সাথে মানুষের সামাজিক বন্ধন ও অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। যার ফলে মানুষের মধ্যে লেনদেন এবং বিনিময়ের কর্মকাণ্ড বৃদ্ধি পায়। মুদ্রা প্রচলনের পর পরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয় যার জন্য মুদ্রা ব্যাংক ব্যবস্থার প্রধান উপাদান হিসেবে বিবেচিত হয়। পরিশেষে বলা যায়, মুদ্রা ব্যাংক ব্যবসায়ের প্রধান উপাদান। মুদ্রা ব্যতীত ব্যাংক কোনো লেনদেন সম্পাদন করতে পারে না। ব্যাংকের যাবতীয় কার্যক্রম মুদ্রাকে ঘিরেই আবর্তিত হয়।

প্রশ্ন ১৮ ▶ বিষয়বস্তু : ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার

মি. অর্ণব ৮,০০০ টাকা নিয়ে নীলক্ষেতে গিয়ে ২,০০০ টাকার বই কিনে দোকানিকে টাকা দিল। এরপর ৩,০০০ টাকায় মায়ের জন্য শাড়ি কিনল এবং বাকি ৩,০০০ টাকার নিজের জন্য পোশাক কিনল। মি. অর্ণবকে এ অর্থ তার বাবা রাজশাহী থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠিয়েছেন।

ক. বিনিময় প্রথা কী? ১
খ. বিনিময় প্রথার বিলুপ্তির কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মি. অর্ণবের বাবার কার্যক্রম ব্যাংকের কোন কাজের অন্তর্গত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মি. অর্ণবের কেনাকাটায় মুদ্রা কি হিসেবে কাজ করেছে বলে তুমি মনে কর? বিশ্লেষণ কর। ৪

১৮নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ১ ও ২

ক দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য আদান-প্রদানের মাধ্যমে নিজেদের চাহিদা নির্বাহের প্রথাকে বিনিময় প্রথা বলে।

খ 'দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য' এ প্রথাটি বিনিময় প্রথা হিসেবে পরিচিত।

বিনিময় প্রথার কিছু অসুবিধার কারণে এই প্রথাটি বিলুপ্তি হয়। এ প্রথায় ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে সমতা না থাকায় সব প্রয়োজন মিটতো না। সমতা বলতে মূল্যের পরিমাপ করা সংক্রান্ত সমস্যাকে বোঝানো হয়েছে। এছাড়াও বিনিময় প্রথার অভাবের অমিল, পরিবহনে অসুবিধা ইত্যাদি সমস্যা ছিল। আর এসব কারণেই বিনিময় প্রথার বিলুপ্তি হয়।

গ উদ্দীপকের মি. অর্ণবের বাবার কার্যক্রম ব্যাংকের অর্থ স্থানান্তর কাজের অন্তর্গত।

বাণিজ্যিক ব্যাংক অতি অল্প খরচে দেশ-বিদেশের যেকোনো স্থানে নিরাপদে দ্রুত অর্থ স্থানান্তরের ব্যবস্থা করে থাকে। কারণ এ ব্যাংকের দেশ-বিদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে শাখা থাকে।

উদ্দীপকে দেখা যায়, মি. অর্ণব ঢাকায় থাকেন। তার বাবা রাজশাহী থেকে তাকে ৮,০০০ টাকা ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠায় যা দিয়ে তিনি বই, মায়ের জন্য শাড়ি এবং পোশাক কিনলেন। অর্থাৎ মি. অর্ণবের বাবা ব্যাংকের মাধ্যমে তার নিকট অর্থ স্থানান্তর করে যা ব্যাংকের অন্যতম একটি কাজ। ব্যাংক গ্রাহকের নির্দেশ মতে একস্থান হতে অন্যস্থানে কিংবা একদেশ থেকে অন্যদেশে অনলাইন ব্যাংকিং সেবার মাধ্যমে দ্রুত অর্থ স্থানান্তর করে থাকে। তাই মি. অর্ণবের বাবা রাজশাহী থেকে ঢাকায় মি. অর্ণবের কাছে ব্যাংকের মাধ্যমে টাকা পাঠাতে সক্ষম হয়েছিল। তাই নিঃসন্দেহে বলা যায়, মি. অর্ণবের বাবার কার্যক্রম ব্যাংকের অর্থ স্থানান্তর কাজের অন্তর্গত।

ঘ উদ্দীপকের মি. অর্ণবের কেনাকাটায় মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করেছে।

মুদ্রা একটি বিনিময়ের মাধ্যম যা সবার নিকট গ্রহণীয় এবং মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। তাই মুদ্রার মাধ্যমে সহজে কেনাকাটা কিংবা লেনদেন নিষ্পত্তি করা যায়।

উদ্দীপকের মি. অর্ণব ৮,০০০ টাকা নিয়ে নীলক্ষেতে গিয়ে ২,০০০ টাকার বই কিনে দোকানিকে টাকা দিল। এরপর ৩,০০০ টাকায় মায়ের জন্য শাড়ি কিনল এবং বাকি ৩,০০০ টাকার নিজের জন্য পোশাক কিনল। এখানে প্রত্যেকটি পণ্য মুদ্রার বিনিময়ে ক্রয় করায় এক্ষেত্রে মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করেছে। আবার প্রত্যেক পণ্যের মূল্যায়ন মুদ্রার মাধ্যমে করা সম্ভব হয়েছে বিধায় এক্ষেত্রে মুদ্রা মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করেছে।

যেকোনো আর্থিক লেনদেন নিষ্পত্তিতে মুদ্রা ব্যবহার করা যায়। এছাড়া যেকোনো পণ্য বা সেবার মূল্য মুদ্রা দ্বারা নির্ধারণ করা যায়। তাই উদ্দীপকের মি. অর্ণব বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রা ব্যবহার করে লেনদেন নিষ্পত্তি করতে পেরেছেন। আবার মুদ্রা মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কোন পণ্যের জন্য তিনি কত টাকা ব্যয় করেছেন তা স্পষ্ট হয়। সুতরাং বলা যায়, মি. অর্ণবের কেনাকাটায় মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম ও মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করেছে।

প্রশ্ন ১৯ ▶ বিষয়বস্তু : মুদ্রার কাজ; ব্যাংক, ব্যাংকিং ও ব্যাংকার

সজল তার আয়ের সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখেন। তিনি নিশ্চিত যে, চাহিবামাত্র তিনি তার এই অর্থ কাজে লাগাতে পারবেন। তাছাড়া এই অর্থের বিপরীতে তিনি ব্যাংক থেকে ঋণ নিতে পারেন।

ক. ব্যাংকিং কী? ১
খ. "ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদান একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল"– ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মক্কেলদের জন্য ব্যাংক কী কী ব্যাংকিং কার্যাবলী সম্পাদন করে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম ও সঞ্চয়ের বাহন ব্যাখ্যা কর। ৪

১৯নং প্রশ্নের উত্তর : ▶ শিখনফল ১ ও ২

ক ব্যাংকের যাবতীয় কার্যের সমষ্টিকে ব্যাংকিং বলে।

ক ব্যাংক হলো অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান।

ব্যাংক জনগণের উদ্বৃত্ত অর্থ বিভিন্ন হিসাবের মাধ্যমে আমানত হিসেবে সংগ্রহ করে। আমানতি অর্থ হতে বিভিন্ন ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে ঋণ দিয়ে ব্যাংক মুনাফা অর্জন করে থাকে। মূলত আমানতের ওপর ভিত্তি করেই ব্যাংকের ঋণদান কার্যক্রম পরিচালিত হয়। আবার ঋণের চাহিদা না থাকলে আমানতেরও প্রয়োজন হতো না। তাই বলা যায়, ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদান একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল।

খ উদ্দীপকের ব্যাংক মক্কেলদের জন্য আমানত সংগ্রহ, ঋণদান ও অর্থ স্থানান্তরসহ বিভিন্ন কার্য সম্পাদন করে থাকে।

ব্যাংক হচ্ছে অর্থ জমা, তোলা এবং ঋণ দেওয়ার একটি নিরাপদ প্রতিষ্ঠান। মানুষের কাছে পড়ে থাকা অর্থ সংগ্রহ করে ব্যাংক আমানত সৃষ্টি করে। পরবর্তীতে এ আমানত সুদের বিনিময়ে অন্যকে ঋণ প্রদান করে মুনাফা অর্জন করে।

উদ্দীপকের সজল ব্যাংকের একজন মক্কেল। তিনি তার সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখেন। যার ফলে মক্কেলদের জন্য ব্যাংককে অনেক ধরনের কার্যক্রম সম্পাদন করতে হয়। ব্যাংক আমানত সংগ্রহ, ঋণদান, বাট্টাকরণ ও বিনিময় বিলে স্বীকৃতি, অর্থ স্থানান্তরসহ বিভিন্ন ধরনের কার্য সম্পাদন করে থাকে। ব্যাংক এসব কার্যক্রম মক্কেলদের জন্যই করে থাকে এবং এর বিনিময়ে সুদ, কমিশন ও চার্জ আদায় করে থাকে।

গ অর্থ মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন— উক্তিটি সঠিক।

অর্থ এমন একটি বস্তু যা বিনিময়ের মাধ্যম, মূল্যের পরিমাপক ও সঞ্চয়ের বাহন হিসেবে কাজ করে। মানুষ প্রকৃতিগতভাবেই অধিক ভোগ ও সেই সাথে অধিক খরচের পক্ষপাতী। তাদের এই মানসিক প্রবণতা রোধ করে তাদের মধ্যে সঞ্চয়ের বৃদ্ধি করার ক্ষেত্রে ব্যাংক অগ্রণী ভূমিকা পালন করে।

উদ্দীপকের সজল তার আয়ের সঞ্চিত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখেন। তার সঞ্চয়ের মূল উদ্দেশ্য হলো প্রয়োজনের সময় এ অর্থ কাজে লাগানো। কারণ অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ যেকোনো লেনদেন করার জন্য অর্থ ব্যবহার করা যায়। অর্থ সঞ্চয়ের ভান্ডার হিসেবে কাজ করে অর্থাৎ ভবিষ্যতের জন্য যখন কোনো সঞ্চয় করতে হয় তখন অর্থের মাধ্যমে এই সঞ্চয় করা যায়।

অর্থের অস্তিত্ব না থাকলে সঞ্চয়ের কাজটি দুরূহ হয়ে যেত। অর্থ মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে বিধায় যেকোনো অর্থনৈতিক পণ্য বা সেবার মূল্য কত এটা নির্ধারণ করা অর্থের কাজ। ফলে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে অর্থকে ব্যবহার করা যায়। এতে করে অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপ সহজসাধ্য হয়ে যায়। সুতরাং বলা যায়, অর্থ বিনিময়ের মাধ্যম ও সঞ্চয়ের বাহন— কথাটি যথার্থ ও সঠিক।

প্রশ্ন ২০ ▸ বিষয়বস্তু : মুদ্রা এবং ব্যাংকের সম্পর্ক; ব্যাংক ব্যবসার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ

মি. রাকিব একটি ব্যাংকের 'প্রবিশনারি অফিসার' পদে নিয়োগ পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে চান। তাই পরীক্ষায় অংশগ্রহণের পূর্বে তিনি ব্যাংক ব্যবস্থা সম্পর্কে কিছু পড়াশুনা করছেন। পড়াশুনা করতে গিয়ে তিনি লক্ষ করলেন বিনিময় ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় মুদ্রার প্রচলন হয় এবং মুদ্রার প্রয়োজনেই ব্যাংকের উদ্ভব হয়। তিনি লক্ষ্য করলেন, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও উন্নয়ন সম্পৃক্ত।

ক. বিনিময় প্রথা কী? ১
খ. ব্যাংকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. বিনিময় ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় কীভাবে মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে তা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও উন্নয়ন সম্পৃক্ত।" উদ্দীপকের আলোকে তা বিশ্লেষণ কর। ৪

২০নং প্রশ্নের উত্তর : ▸ শিখনফল ১ ও ৩

ক দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য আদান-প্রদানের প্রথাটি বিনিময় প্রথা হিসেবে পরিচিত।

খ ব্যাংকিং ব্যবসায় পরিচালনার সাথে সরাসরি যুক্ত ব্যক্তিবর্গকে ব্যাংকার বলা হয়।

ব্যাংক এবং ব্যাংকার শব্দটি ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যাংকিং কার্যাবলি ব্যাংকের নিজের পক্ষে পরিচালনা করা সম্ভবপর না হওয়ায় ব্যাংকিং বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত যে সকল ব্যক্তিদের দ্বারা ব্যাংকিং ব্যবসা পরিচালিত হয়, তাদেরকেই ব্যাংকার বলা হয়।

গ বিনিময় ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় মুদ্রা ও ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

দ্রব্য বিনিময় ব্যবস্থায় দ্রব্যের অপ্রতুলতা, স্থায়িত্বগত ও স্থানান্তরগত অসুবিধার কারণে অর্থনৈতিক লেনদেনে জটিলতা সৃষ্টি হয়। এসব সমস্যা ও জটিলতা নিরসনকল্পে কালক্রমে মুদ্রার প্রচলন ঘটে এবং মুদ্রার সংরক্ষণ ও গতিশীলতা সৃষ্টির জন্য সমাজে উদ্ভব ঘটে ব্যাংক ব্যবস্থার।

তৎকালীন সমাজে জনসাধারণ তাদের সঞ্চিত অর্থ ধনবান ও বিশ্বস্ত লোকদের নিকট জমা রাখত; কিন্তু একই সময়ে একই সাথে সব অর্থ তারা তুলে নিত না। এটা লক্ষ করে জমাগ্রহীতা ব্যক্তিগণ যাদের অর্থ প্রয়োজন তাদের উক্ত অর্থ হতে নির্দিষ্ট সুদের বিনিময়ে ঋণ দেওয়া শুরু করে। প্রথমদিকে জমাগ্রহণকারীরা আমানতকারীদের নিকট থেকে সামান্য চার্জ আদায় করত। পরবর্তীতে ঋণদান প্রথা চালু হওয়ায় এটি রহিত হয় এবং আমানতকারীকে বরং কিছু লাভ প্রদানের প্রথা চালু হয়। এভাবেই বিনিময় ব্যবস্থার ধারাবাহিকতায় মুদ্রার প্রচলন হয় এবং মুদ্রার ব্যবহারগত সুবিধা দিতে ব্যাংক ব্যবস্থার উদ্ভব ঘটে।

ঘ ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও উন্নয়নে যে বিষয়টির সবচেয়ে বেশি প্রভাব ছিল সেটি হলো ব্যবসায়-বাণিজ্য।

মধ্যযুগে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক প্রসার ঘটে। এ সময়েই বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে দ্রব্যের পরিবর্তে মুদ্রার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়। আর মুদ্রার প্রচলনের পর পরই শুরু হয় অর্থ জমা রাখা ও ঋণের প্রচলন। যার ফলশ্রুতিতে পরবর্তীতে উৎপত্তি হয় ব্যাংকের।

মধ্যযুগে ইউরোপ ও এশিয়ার বিভিন্ন স্থানে স্বর্ণকার, মহাজন ও ব্যবসায়ী এ তিন শ্রেণির লোক অর্থ ব্যবসায়ী হিসেবে আত্মপ্রকাশ করে। বর্তমান ব্যাংকিং পদ্ধতির মতোই অর্থ জমা গ্রহণ, ঋণদান ও সুদের আদানপ্রদানের মাধ্যমে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের উদ্যোগে বেশ কয়েকটি ব্যাংক প্রতিষ্ঠিত হয়।

মধ্যযুগে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নয়ন সাধিত হয়েছিল। ব্যবসায়িগণ নির্দেশপত্রের মাধ্যমে একস্থান থেকে অন্যস্থানে অর্থ স্থানান্তর করত। যার ফলে এ সময়েই চেক, ব্যাংক ড্রাফট, বিনিময় বিল, প্রত্যয়পত্র, ভ্রমণকারীর চেক প্রভৃতি দলিলের উদ্ভব হয়। মধ্যযুগের শেষ পর্যায়ে এসে ব্যবসায়-বাণিজ্যের ব্যাপক উন্নয়ন ঘটার কারণে ব্যাংকগুলো দেশ-বিদেশে শাখা স্থাপন করে ব্যাংকিং ব্যবস্থার আরও সম্প্রসারণ ঘটায়। সুতরাং স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের উন্নয়নের সাথে ব্যাংক ব্যবস্থার উৎপত্তি ও উন্নয়ন সম্পৃক্ত।

সৃজনশীল প্রশ্নব্যাংক ও উত্তর

স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য
অধিকতর অনুশীলন সহায়ক সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর

প্রশ্ন ২১ ▸ করিম মিয়া তার ছেলে রহিমের জন্য একটি শার্ট কিনলেন। শার্ট কেনার পর তিনি একটি রূপার খণ্ড প্রদান করলেন। রূপার খণ্ড প্রদানের কারণ সম্পর্কে রহিম বাবাকে প্রশ্ন করলেন। করিম মিয়া রূপার খণ্ডকে মুদ্রা হিসেবে উল্লেখ করে ছেলেকে বিনিময় মূল্য সম্পর্কে বোঝালেন। বিনিময় মুদ্রা হিসেবে করিম মিয়া রূপার খণ্ড প্রদান করলেও রহিম যখন বড় হলেন তখন কাগজি মুদ্রার ব্যবহার শুরু হলো।

ক. ব্যাংক শব্দের আভিধানিক অর্থ কী? ১
খ. লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. রহিম কাগজি মুদ্রার মাধ্যমে যে সকল সুবিধা পাবে তা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. করিম মিয়ার রূপার খণ্ডকে মুদ্রা বলা কতটুকু যৌক্তিক বলে তুমি মনে কর? ৪

উত্তর সংকেত : গ. কাগজি মুদ্রার সুবিধা– মুদ্রার কাজের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে; ঘ. যৌক্তিক। কাগজি মুদ্রা প্রচলনের পূর্বে ধাতব মুদ্রাকে মুদ্রা বলে আখ্যায়িত করা হতো।

প্রশ্ন ২২ ▸ মাহফুজ একজন দরিদ্র কৃষক। তিনি জমিতে ধান, গম, ডাল, বিভিন্ন ধরনের অর্থকরী ফসল তৈরি করেন। আর আনসার একজন দর্জি। তিনি ছোট-বড় সকলের পোশাক তৈরি করেন। তারা উভয়ই দ্রব্য বিনিময়ের ক্ষেত্রে একটি বিনিময় মাধ্যমের প্রয়োজনীয়তা প্রবলভাবে অনুভব করতে থাকে। পরে মুদ্রা বা কাগজী টাকা চালু হওয়াতে তাদের সকল সমস্যার সমাধান হলো।

ক. ব্যাংক কাকে বলে? ১
খ. মুদ্রাকে সঞ্চয়ের ভান্ডার বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মাহফুজ আর আনসার কীভাবে কাগজী মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করল?– ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দ্রব্য বিনিময় কী মাহফুজ ও আনসারের চাহিদা পূরণ করতে পেরেছে?– বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর সংকেত : গ. পণ্যের মূল্য সঠিকভাবে পরিমাপ করতে না পারার ফলে কাগজি মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন; ঘ. পারেনি, দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধার আলোকে বর্ণনা করতে হবে।

প্রশ্ন ২৩ ▸ অর্থ বেশি থাকলেও সমস্যা, আবার অর্থ নেই তাও সমস্যা। এ অর্থজনিত সমস্যার উত্তরণে মানুষ বিভিন্ন জনের কাছে টাকা জমা রেখেছে। এভাবেই পুরোহিত ও স্বর্ণকার শ্রেণি ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে যুক্ত হয়েছে। পরে ঋণদান ব্যবসায় সম্প্রসারিত হলে এ শ্রেণির অনেকেই ঋণের ব্যবসায় যুক্ত হয়। এভাবেই সৃষ্টি ব্যাংক ব্যবস্থা আজ একটা বৃহদায়তন ব্যবসায়ের রূপ নিয়েছে। ফারজানা ভাবে, তা হলে শুরুতে পূর্বসূরিরা কোন কাজ করেছিলেন, যা এটাকে একটা স্বতন্ত্র ব্যবসায়ের রূপ দিয়েছে।

ক. আধুনিক অর্থনীতির জীবনীশক্তি কী? ১
খ. ব্যাংকার বলতে কী বোঝায়? ২
গ. অর্থ নিয়ে উদ্দীপকে কোন সমস্যার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে বর্ণনা কর। ৩
ঘ. কোন কাজের মধ্যদিয়ে আধুনিক ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়েছে বলে ফারজানা মনে করে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর সংকেত : গ. নিরাপত্তার সমস্যার প্রতি আলোকপাত করা হয়েছে; ঘ. অর্থ জমা ও ঋণদান কাজের মধ্যদিয়ে ব্যাংকের যাত্রা শুরু হয়েছে।

প্রশ্ন ২৪ ▸ জনাব রনি ব্যবসায়িক সকল লেনদেন মুদ্রার সাহায্যে সম্পন্ন করেন। প্রাচীনকালে মানুষ বিভিন্ন দ্রব্য দিয়ে বিনিময় প্রথা চালু করেন। এখন বিভিন্ন মুদ্রা আবিষ্কারের ফলে জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়েছে। তিনি জানেন, মুদ্রার আবিষ্কারের ফলে ব্যাংক ব্যবস্থার আবির্ভাব।

ক. কত শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন ঘটে? ১
খ. মুদ্রার ইতিহাস কেন বিচিত্র- ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব রনি তার লেনদেন কী কী মুদ্রার সাহায্যে নেন এবং কেন নেন? ৩
ঘ. উদ্দীপকের শেষোক্ত উদ্ধৃতিটি বর্ণনা কর। ৪

উত্তর সংকেত : গ. কাগজি মুদ্রা এবং ব্যাংক কর্তৃক সৃষ্ট বিনিময়ের মাধ্যম-এর আলোকে আলোচনা করতে হবে; ঘ. মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্কের আলোকে ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রশ্ন ২৫ ▸ মানবসভ্যতার বিকাশ একদিনে ঘটেনি। তাই সভ্যতার শুরুতে মানুষ দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে তাদের চাহিদা মেটাত। দিনে দিনে সভ্যতার উন্নয়নের ফলে মানুষের চাহিদা বৃদ্ধি পেতে থাকে। যা দ্রব্য বিনিময়ের মাধ্যমে পূরণ করা সম্ভব ছিল না। এ সময় মুদ্রার প্রচলন ঘটে।

ক. মুদ্রাকে কী বলা হয়? ১
খ. ব্যাংক কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. ব্যাংক ও ব্যাংকিং কী একই? যদি না হয়, তাহলে কেন? ৩
ঘ. মুদ্রা ছাড়া ব্যাংকের কার্যক্রম চলতে পারে কী? তোমার মতামত ব্যক্ত কর। ৪

উত্তর সংকেত : গ. ব্যাংক ও ব্যাংকিং এক নয়; ঘ. মুদ্রা ছাড়া ব্যাংকের কার্যক্রম চলতে পারে না। মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রশ্ন ২৬ ▸ জনাব রাশেদ একজন শ্রমিক। তার দৈনিক মজুরি ৫০০ টাকা। কিন্তু একই সময়ে কাজ করে তার সহকারী সামাদের মজুরি ৮০০ টাকা। আবার ১ কেজি মিনিকেট চাল ৬০ টাকা হলেও ১ কেজি আটাশ চাল ৩০ টাকা। একই সময় বা এই পণ্য হলেও এদের বিনিময় তারতম্য দেখা যায়। এ তারতম্যতা অনুধাবনের মাধ্যমে ব্যবসায়িক লেনদেনগুলো বোধগম্য হয়।

ক. কাগজি মুদ্রার উদ্ভব হয় কখন? ১
খ. 'বিনিময় প্রথা' বলতে কী বোঝ? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত লেনদেনের মুদ্রা কী হিসেবে কাজ করেছে? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকে মুদ্রার ভূমিকা অর্থনৈতিক ক্রিয়াকলাপে কি কোনো প্রভাব ফেলেছে? তোমার মতামত দাও। ৪

উত্তর সংকেত : গ. মূল্যের পরিমাপক; ঘ. অর্থনৈতিক উন্নয়নে মুদ্রার ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রশ্ন ২৭ ▸ জনাব রিফাত চাকুরিজীবী। জনাব সুমন ব্যবসায়ী। রাফাত মাসের উদ্বৃত্ত অর্থ ব্যাংকে জমা রাখেন। সমুন ব্যাংক থেকে ব্যবসায়ের কাজে ঋণ নেন।

ক. মুদ্রা কী? ১
খ. কাগজি মুদ্রা ব্যাপক প্রসার লাভ করে কেন? ২
গ. ব্যাংক রিফাত ও সুমনের পক্ষে কী কী কার্য সম্পাদন করে থাকে, নির্দেশ কর। ৩
ঘ. "ব্যাংক সঞ্চয়ের বাহন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।" উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর সংকেত : গ. আমানত সংগ্রহ ও ঋণদান কার্যাবলি; ঘ. সঞ্চয়ের বাহন ও কর্মসংস্থানের ক্ষেত্রে ব্যাংকের গুরুত্ব আলোচনা করতে হবে।

প্রশ্ন ২৮ ▸ মানবজাতির সভ্যতার বিবর্তনের সাথে সাথে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন আকার ও প্রকৃতির মুদ্রা ব্যবহৃত হতো। এসব মুদ্রার একটি আদর্শ মান নির্ধারণ ছিল।

ক. ব্যাংকিং ক্ষেত্রে বিরাষ্ট্রীকরণ প্রক্রিয়া শুরু হয় কোন দশকে? ১
খ. "মুদ্রা ছাড়া ব্যাংক অচল"— উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ২
গ. মুদ্রার ব্যবহার কীভাবে দ্রব্য বিনিময়কে সহজ ও সাবলীল করেছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. "মুদ্রার ইতিহাস খুবই বৈচিত্র্যময়" উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি ব্যাখ্যা কর। ৪

উত্তর সংকেত : গ. মুদ্রা মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করায়; ঘ. মুদ্রার ইতিহাস ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রশ্ন ২৯ ▸ জনাব মনসুরকে একজন ব্যবসায়ী হিসেবে ব্যাংকের সাথে লেনদেন সম্পাদন করতে হয় বিধায় ব্যাংকিং সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ বেড়ে যায়। এক পর্যায়ে তিনি বুঝতে সক্ষম হন যে, আধুনিক ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যবসায়ী সম্প্রদায়ের যথেষ্ট অবদান রয়েছে।

ক. ব্যাংকিং কী? ১
খ. দ্রব্যের পরিবর্তে দ্রব্যের আদান-প্রদানকে কী বলে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব মনসুর ব্যাংক লেনদেন না করলে কী হতো? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যবসায়ী কী ধরনের ভূমিকা রাখে? মতামত দাও। ৪

উত্তর সংকেত : গ. ব্যাংকিং সম্পর্কে জ্ঞান আহরণের আগ্রহ সৃষ্টি হতো না এবং ব্যাংকব্যবস্থার উন্নয়নে কাদের অবদান রয়েছে সে সম্পর্কে জানতে পারত না; ঘ. ব্যাংক ব্যবস্থার উন্নয়নে ব্যবসায়ীদের ভূমিকা আলোচনা করতে হবে।

প্রশ্ন ৩০ ▸ জেবা ৬,০০০ টাকা নিয়ে বাংলাবাজারে গিয়ে ১,৫০০ টাকার বই কিনে দোকানদারকে টাকা দিল। ৩,০০০ টাকায় বোনের শাড়ি কিনল এবং বাকী ১,৫০০ টাকায় নিজের পোশাক কিনল। জেবার এ অর্থ তার বাবা দিনাজপুর থেকে ঢাকায় ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠিয়েছে।

ক. মুক্তিযুদ্ধের পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশ ব্যাংকের কতটি শাখা কর্মরত ছিল? ১
খ. LC কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জেবার বাবা দিনাজপুর থেকে ঢাকায় যে উপায়ে টাকা পাঠিয়েছে তা ব্যাংকের কোন কাজের আওতাভুক্ত? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. জেবার কেনাকাটায় মুদ্রা কিভাবে ভূমিকা রেখেছে তা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর সংকেত : গ. অর্থ স্থানান্তর; ঘ. বিনিময়ের মাধ্যম এবং মূল্যের পরিমাপক হিসেবে কাজ করে।

প্রশ্ন ৩১ ▸ মি. অর্ণব ৮,০০০ টাকা নিয়ে নীলক্ষেতে গিয়ে ২,০০০ টাকার বই কিনে দোকানিকে টাকা দিল। এরপর ৩,০০০ টাকায় মায়ের জন্য শাড়ি কিনল এবং বাকি ৩,০০০ টাকায় নিজের জন্য পোশাক কিনল। মি. অর্ণবকে এ অর্থ তার বাবা যশোর থেকে ব্যাংকের মাধ্যমে পাঠিয়েছে।

ক. বিনিময় প্রথা কী? ১
খ. মুদ্রাকে ব্যাংক ব্যবস্থার জননী বলা হয় কেন? ২
গ. মি. অর্ণবকে তার বাবা যশোর থেকে ঢাকায় যে উপায়ে টাকা পাঠিয়েছে, তা ব্যাংকের কোন কাজের আওতাভুক্ত? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. মি. অর্ণবের কেনাকাটায় মুদ্রা কী হিসেবে কাজ করেছে? বিশ্লেষণ কর। ৪

উত্তর সংকেত : গ. অর্থ স্থানান্তর কাজ; ঘ. বিনিময়ের মাধ্যম এবং মূল্যের পরিমাপক।

প্রশ্ন ৩২ ▸ জনাব সাইম একজন ব্যবসায়ী। তিনি তার ব্যবসায়িক সকল লেনদেন সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করে থাকেন। প্রাচীনকালে মানুষ দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য দ্বারা লেনদেনকার্য সম্পাদন করত। এক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হতো। কিন্তু বর্তমানে মানুষের জীবনযাত্রা অনেক সহজ হয়ে উঠেছে।

ক. মুদ্রা কী? ১
খ. মুদ্রাকে বিনিময়ের মাধ্যম বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব সাইম কীভাবে লেনদেনকার্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করতে পারেন? ৩
ঘ. ব্যবসায়িক লেনদেন সম্পাদনে জনাব সাইম কর্তৃক গৃহীত বিনিময় মাধ্যমটির গুরুত্ব বিশ্লেষণ কর? ৪

উত্তর সংকেত : গ. মুদ্রা বা অর্থ ব্যবহারের মাধ্যমে; ঘ. মুদ্রার গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে হবে।

প্রশ্ন ৩৩ ▸ শারমিন রহমান এমন একটি প্রতিষ্ঠানে নিয়োজিত যেখানে মানুষ নগদ অর্থ, চেক, মূল্যবান দলিল ও বস্তুসামগ্রী জমা রাখে। আবার প্রয়োজনের সময় তা ফেরত নিয়ে যান। প্রতিষ্ঠানটি সঞ্চিত অর্থ ব্যবসায়ী ও শিল্প মালিকদের ধার দিয়েও বিভিন্ন প্রকার সেবাদানের মাধ্যমে প্রচুর আয় করে থাকে।

ক. কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয় কখন? ১
খ. লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর। ২
গ. শারমিন রহমানের প্রতিষ্ঠানের কাজ কি নামে পরিচিত? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. দেশের ব্যবসা বাণিজ্যের উন্নয়নে উদ্দীপকের প্রতিষ্ঠানটির ভূমিকা মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তর সংকেত : গ. ব্যাংকিং; ঘ. ব্যবসায় বাণিজ্যের উন্নয়নে ব্যাংকের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে হবে।

PART 03 এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স
Exclusive Suggestions

মাস্টার ট্রেইনার প্যানেল কর্তৃক নির্বাচিত ১০০% প্রস্তুতি উপযোগী প্রশ্ন সংবলিত এক্সক্লুসিভ সাজেশন্স

▷ স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষায় সেরা প্রস্তুতির জন্য নিচের ছকে প্রদত্ত প্রশ্নসমূহের উত্তর ভালোভাবে অনুশীলন করবে।

বিষয়/ শিরোনাম	গুরুত্বসূচক চিহ্ন		
	7★ (সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ)	5★ (তুলনামূলক গুরুত্বপূর্ণ)	3★ (কম গুরুত্বপূর্ণ)
বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর	PART 02 (অনুশীলন অংশ) এর সব বহুনির্বাচনি প্রশ্ন ও উত্তর স্কুল ও এসএসসি পরীক্ষার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।		
সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন ও উত্তর	১, ২, ৪, ৬, ১০, ১২, ১৩, ১৬, ১৭	৩, ৫, ৮, ১১	৭, ৯, ১৫
জ্ঞানমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৪, ৮, ৯, ১০, ১২, ১৪	২, ৩, ১১, ১৫	৫, ৭, ১৩
অনুধাবনমূলক প্রশ্ন ও উত্তর	১, ৪, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪	৩, ৫, ৯	২, ১১
সৃজনশীল প্রশ্ন ও উত্তর	৩, ৪, ৫, ৬, ৭, ১০, ১৫	২, ৮, ৯, ১৬, ১৮	১২, ১৪, ১৯

PART 04

যাচাই ও মূল্যায়ন
Assessment & Evaluation

প্রস্তুতি যাচাই ও মূল্যায়নের জন্য
অধ্যায়ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ
মডেল টেস্ট ও উত্তরমালা

সময় : ৩ ঘণ্টা | **ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং** | পূর্ণমান : ১০০

সময়—৩০ মিনিট | **বহুনির্বাচনি অভীক্ষা** (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১) | মান—৩০

[সরবরাহকৃত বহুনির্বাচনি অভীক্ষার উত্তরপত্রে প্রশ্নের ক্রমিক নম্বরের বিপরীতে প্রদত্ত বর্ণসংবলিত বৃত্তসমূহ হতে সঠিক/ সর্বোৎকৃষ্ট উত্তরের বৃত্তটি বল পয়েন্ট কলম দ্বারা সম্পূর্ণ ভরাট কর। সকল প্রশ্নের উত্তর দিতে হবে। প্রশ্নপত্রে কোনো প্রকার দাগ/চিহ্ন দেওয়া যাবে না।]

১. দ্রব্য বিনিময় প্রথার অসুবিধা দূর করে কোনটি?
ⓚ ব্যাংক ⓛ পণ্য
ⓜ চেক ⓝ মুদ্রা

২. রিজার্ভ ব্যাংক অব ইন্ডিয়া কখন প্রতিষ্ঠিত হয়?
ⓚ ১৭০০ খ্রি. ⓛ ১৯৩৫ খ্রি.
ⓜ ১৯৪৮ খ্রি. ⓝ ১৯৭২ খ্রি.

■ উদ্দীপকটি পড়ে ৩ ও ৪নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
বিনিময় প্রথার সর্বপ্রথম নুড়ি পাথরের ব্যবহার শুরু হয়। পরবর্তীতে ধাতব মুদ্রা ও মানুষের প্রয়োজনে কাগজি মুদ্রার প্রচলন হয়। বিশ্বের সর্বত্র মুদ্রা ব্যবহারের জনপ্রিয়তার কারণে ক্রমে উঠে অর্থ ব্যবসায় ও ব্যাংক।

৩. কোন যুগে মুদ্রার প্রচলন ঘটে?
ⓚ প্রাচীন ⓛ প্রাগৈতিহাসিক
ⓜ মধ্য ⓝ আধুনিক

৪. বিশ্বের প্রথম বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে যে মুদ্রা ব্যবহৃত হয়—
i. কাগজি মুদ্রা
ii. ধাতব মুদ্রা
iii. নুড়ি পাথর
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

৫. প্রাপ্য বিল বাট্টাকরণ কার কাজ?
ⓚ ব্যাংকের ⓛ রপ্তানিকারকদের
ⓜ আমদানিকারকদের ⓝ পাওনাদারদের

৬. বর্তমানে সোনালী ব্যাংক ও অগ্রণী ব্যাংক কোন ধরনের ব্যাংকিং প্রতিষ্ঠান?
ⓚ বাণিজ্যিক ব্যাংক ⓛ রাষ্ট্রীয় ব্যাংক
ⓜ বিদেশি ব্যাংক ⓝ বিশেষায়িত ব্যাংক

৭. ব্যাংক শব্দের ল্যাটিন অর্থ—
ⓚ সঞ্চয় ⓛ চেয়ার
ⓜ লম্বা টেবিল ⓝ বিনিয়োগ

৮. কখন কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়?
ⓚ অষ্টাদশ শতাব্দীতে
ⓛ ঊনবিংশ শতাব্দীতে
ⓜ বিংশ শতাব্দীতে
ⓝ একবিংশ শতাব্দীতে

৯. মুদ্রার ইতিহাস—
ⓚ বিচিত্র ⓛ খুবই বিচিত্র
ⓜ আশ্চর্য ⓝ অতি আশ্চর্য

১০. বাংলাদেশ ব্যাংক দায়িত্ব পালন করে—
i. মুদ্রা প্রচলন
ii. ঋণদান
iii. ঋণ নিয়ন্ত্রণ
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১১. ভারত অঞ্চলে প্রথম আধুনিক ব্যাংক কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?
ⓚ ১৪৯৪ ⓛ ১৭০০
ⓜ ১৯৩৫ ⓝ ১৮৩৫

১২. হাতির দাঁত কোন কোন যুগের মুদ্রা?
ⓚ সনাতন যুগ ⓛ আদিম যুগ
ⓜ মধ্য যুগ ⓝ মধ্যপূর্ব যুগ

১৩. ব্যাংক নিরাপদে সংরক্ষণ করে—
i. মূল্যবানসামগ্রী
ii. পণ্যসামগ্রী
iii. সম্পত্তির দলিল
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১৪. বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত মুদ্রা কোনটি?
ⓚ স্বর্ণমুদ্রা ⓛ রৌপ্যমুদ্রা
ⓜ পলিমার নোট ⓝ কাগজি নোট

■ উদ্দীপকটি পড়ে ১৫ ও ১৬নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
গল্পচ্ছলে সীমা একদিন তার দাদির কাছ থেকে জানতে পারল যে আগেকার যুগে মানুষেরা তাদের প্রয়োজন অনুযায়ী পণ্যদ্রব্য একেকজনের সাথে বিনিময় করত, কিন্তু তাতে করে সব ধরনের পণ্য বিনিময় করা যেত না।

১৫. তখনকার দিনে দ্রব্যের বিনিময়ে দ্রব্য মূলত—
i. সামাজিক বন্ধন দৃঢ় করতো
ii. চাহিদা পূরণ করতে ব্যবহৃত হতো
iii. অতিরিক্ত হওয়ায় বিনিময় করা হতো
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

১৬. কীসের মাধ্যমে পণ্য বিনিময়ের অসুবিধা দূর হয়?
ⓚ জাহাজ আবিষ্কারের ফলে
ⓛ ধাতব মুদ্রার প্রচলনের মাধ্যমে
ⓜ ভৌগোলিক যোগাযোগ বৃদ্ধি হওয়ায়
ⓝ মানুষের দৈনন্দিন চাহিদা বৃদ্ধি পাওয়ায়

১৭. মুদ্রার পরিবর্তে কোনটি কাজ করে?
ⓚ দলিল ⓛ হুন্ডি
ⓜ স্বর্ণ ⓝ চেক

১৮. কোন শব্দ থেকে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি?
ⓚ Bankus ⓛ Bangks
ⓜ Banque ⓝ Banker

১৯. কোন প্রাচীন ভাষা থেকে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি?
ⓚ গ্রিক ⓛ ল্যাটিন
ⓜ ফরাসি ⓝ জার্মান

২০. 'ইস্টার্ন ব্যাংকিং কর্পোরেশন' কোন দেশের মালিকানায় প্রতিষ্ঠিত একটি ব্যাংক?
ⓚ পশ্চিম পাকিস্তান ⓛ পূর্ব পাকিস্তান
ⓜ ভারত ⓝ মালয়েশিয়া

২১. জনগণের অর্থ সংগ্রহের মাধ্যমে ব্যাংক কী সৃষ্টি করে?
ⓚ আমানত ⓛ ঋণ
ⓜ সম্পদ ⓝ দায়

২২. স্বাধীনতার পর একসময় বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হয়—
i. জনতা ব্যাংকে
ii. রূপালী ব্যাংকে
iii. অগ্রণী ব্যাংকে
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

২৩. কোনটি নিরাপদ বিনিময় মাধ্যম হিসেবে বিবেচিত?
ⓚ মুদ্রা ⓛ রৌপ্য মুদ্রা
ⓜ তামার মুদ্রা ⓝ কাগজি মুদ্রা

২৪. নিচের কোনটি ব্যাংক ব্যবস্থার জননী?
ⓚ মুদ্রা ⓛ চেক
ⓜ গ্রাহক ⓝ হিসাব

২৫. কোন প্রাচীন ভাষা থেকে ব্যাংক শব্দের উৎপত্তি?
ⓚ গ্রিক ⓛ ল্যাটিন
ⓜ ফরাসি ⓝ জার্মান

২৬. কোনটি ব্যাংক ব্যবস্থার জননী?
ⓚ চেক ⓛ হুন্ডি
ⓜ মুদ্রা ⓝ দলিল

■ উদ্দীপকটি পড়ে ২৭ ও ২৮নং প্রশ্নের উত্তর দাও :
অনেক দিন আগের কথা, করিম মিয়া নামের এক ব্যক্তি তার কৃষি জমিতে ধান উৎপন্ন করতেন। তার বিনিময়ে তিনি রহিম মিয়ার নিকট থেকে ডাল সংগ্রহ করতেন। ফলে তাদের মধ্যে প্রায়ই মূল্য নির্ধারণে সমস্যা দেখা দিত।

২৭. উদ্দীপকে কোন যুগের কথা বলা হয়েছে?
ⓚ মুদ্রার যুগের ⓛ দ্রব্য বিনিময় যুগের
ⓜ প্রাচীন যুগের ⓝ ব্যবসায় যুগের

২৮. করিম ও রহিমের বিনিময়ের মাধ্যম কী ছিল?
ⓚ অর্থ ⓛ ধাতব মুদ্রা
ⓜ দ্রব্য ⓝ টাকা

২৯. রাষ্ট্রপতির কত নং অধ্যাদেশ দ্বারা বাংলাদেশ ব্যাংকের কার্যক্রম শুরু হয়?
ⓚ ১২০ নং ⓛ ১২৭ নং
ⓜ ১৩২ নং ⓝ ১৪১ নং

৩০. অর্থের কাজ হচ্ছে—
i. সঞ্চয়ের ভান্ডার
ii. বিনিময়ের মাধ্যম
iii. মূল্যের পরিমাপক
নিচের কোনটি সঠিক?
ⓚ i ও ii ⓛ i ও iii ⓜ ii ও iii ⓝ i, ii ও iii

উত্তরমালা ▸ বহুনির্বাচনি অভীক্ষা

১	ঘ	২	খ	৩	ক	৪	গ	৫	ক	৬	খ	৭	গ	৮	ঘ	৯	ঘ	১০	খ	১১	ঘ	১২	ঘ	১৩	ঘ	১৪	ঘ	১৫	গ
১৬	খ	১৭	ঘ	১৮	গ	১৯	খ	২০	খ	২১	ক	২২	ক	২৩	ঘ	২৪	ক	২৫	খ	২৬	গ	২৭	খ	২৮	গ	২৯	খ	৩০	ঘ

সময়—২ ঘণ্টা ৩০ মিনিট (সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন ও সৃজনশীল প্রশ্ন) মান—৭০

সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ২)

যেকোনো ১০টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ২ × ১০ = ২০

১। কোথা থেকে ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হয়?
২। অর্থ স্থানান্তর কাজটি কার জন্য গুরুত্বপূর্ণ?
৩। বিনিময় প্রথা সম্পর্কে লেখ।
৪। মুদ্রা প্রচলনের সাথে ব্যাংকের উৎপত্তি কীভাবে সম্পৃক্ত?
৫। লেনদেনের ক্ষেত্রে মুদ্রার গুরুত্ব ব্যাখ্যা কর।
৬। মুদ্রাকে মূল্যের পরিমাপক বলা হয় কেন?
৭। "মুদ্রা বিনিময়ের মাধ্যম"— ব্যাখ্যা কর।
৮। মুদ্রা ও ব্যাংকের মধ্যে সম্পর্ক ব্যাখ্যা কর।
৯। মধ্যযুগে ব্যাংকিং ব্যবস্থার ক্রমধারা কেমন ছিল?
১০। ব্যাংককে ব্যবসায়ের জীবনীশক্তি বলা হয় কেন?
১১। ব্যাংক সম্পর্কে লেখ।
১২। ব্যাংকিং সম্পর্কে ধারণা দাও।
১৩। ব্যাংক ও ব্যাংকারের মধ্যে দুটি পার্থক্য লেখ।
১৪। প্রত্যয়পত্র বলতে কী বোঝ?
১৫। বিরাষ্ট্রীকরণ বলতে কী বোঝায়?

সৃজনশীল প্রশ্ন (প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০)

যেকোনো ৫টি প্রশ্নের উত্তর দাও : ১০ × ৫ = ৫০

১।

ছবি-১

ছবি-২

ছবি-৩

ক. কোন শব্দ থেকে ব্যাংক শব্দটির উৎপত্তি হয়? ১
খ. বিনিময় প্রথার বিলুপ্তির কারণ ব্যাখ্যা কর। ২
গ. "মুদ্রার ইতিহাস খুবই বিচিত্র" উদ্দীপকের আলোকে বিশ্লেষণ কর। ৩
ঘ. ১ ও ২নং ছবির মুদ্রার তুলনায় ৩নং ছবির মুদ্রা ব্যবহার সুবিধাজনক কেন? আলোচনা কর। ৪

২। জনাব মাহমুদ আলী একটি স্বনামধন্য স্কুলের ফিন্যান্স ও ব্যাংকিং বিষয়ের শিক্ষক। তিনি মনে করেন ব্যাংক ও মুদ্রা একে অপরের পরিপূরক। ব্যাংক ও মুদ্রা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের জ্ঞানদানের জন্য নিচের ছকটি প্রদর্শন করেন—

ক. চেইন ব্যাংকের মূল উদ্দেশ্য কী? ১
খ. মুদ্রাকে বিনিয়োগের মাধ্যম বলা হয় কেন? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব মাহমুদ আলী উপরের চিত্রটি দ্বারা কীসের সম্পর্ক বুঝিয়েছেন? বর্ণনা কর। ৩
ঘ. "ব্যাংকিং ব্যবস্থায় মুদ্রার প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য"— উদ্দীপকের আলোকে উক্তিটি মূল্যায়ন কর। ৪

৩। সানজিদা রহমান মাসিক ৩৫,০০০ টাকা বেতন পেলেন। এ থেকে ৫,০০০ টাকা ভাড়া পরিশোধ করেন। ১,০০০ টাকা দিয়ে ছেলের জন্য জামা কিনেন। শাপলা ব্যাংকে ডিপিএস এ জমা রাখেন ১,০০০ টাকা। উক্ত ব্যাংকের কাছ থেকে ফ্রিজ কেনার অর্থ সংগ্রহ করেন। এছাড়াও সানজিদা রহমান তার গহনা ও জমির দলিল ব্যাংকে জমা রাখেন।
ক. একক ব্যাংক কী? ১
খ. দালান ক্রয়ের অর্থ ইসলামী ব্যাংকের কোন সেবার মাধ্যমে পাওয়া যাবে? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. সানজিদা রহমানের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মুদ্রার কার্যকারিতা ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'শাপলা' ব্যাংকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

৪। প্রাচীনকালে মানুষের চাহিদা ছিল খুব সীমিত। তখন মানুষ একটি দ্রব্য দিয়ে আরেকটি দ্রব্য গ্রহণ করত। পরবর্তীতে উক্ত প্রথার বিভিন্ন সমস্যার কারণে মুদ্রার আবির্ভাব হয়। মুদ্রা প্রচলনের পরপরই ব্যাংক ব্যবস্থার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত।
ক. কোন শতাব্দীতে কাগজি মুদ্রার প্রচলন শুরু হয়? ১
খ. ই-ব্যাংকিং কী? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকের প্রাচীনকালে ব্যবহৃত প্রথাটির সমস্যাগুলো ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. মুদ্রা ছাড়া যেমন ব্যাংক চলতে পারে না, তেমনি ব্যাংক ছাড়া মুদ্রার ব্যবহার সীমিত— বাক্যটির আলোকে মুদ্রা ও ব্যাংকের সম্পর্ক বিশ্লেষণ কর। ৪

৫। গ্রীষ্মের ছুটিতে শিহাব গ্রামে নানা বাড়িতে বেড়াতে গিয়ে এক নতুন অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়। তার দাদি ফেরিওয়ালার কাছ থেকে এক ঝুড়ি ধান দিয়ে তার জন্য মাটির ফুলদানি, জীবজন্তু ও ব্যাংক কিনে দেন। টাকা ছাড়া এরূপ লেনদেনের কথা সে ৬ষ্ঠ শ্রেণির সামাজিক বিজ্ঞান বইতে পড়েছে কিন্তু বাস্তবে আগে কখনো দেখেনি। সে মনে মনে ভাবে মুদ্রার মাধ্যমে এসব লেনদেন কতই না সহজ ও ত্রুটিমুক্ত।
ক. ব্যাংক শব্দের ল্যাটিন অর্থ কী? ১
খ. কাগজি মুদ্রার প্রচলন ও প্রসারতার কারণ কী? ২
গ. উদ্দীপকে বর্ণিত লেনদেনের সমস্যাগুলো চিহ্নিত কর। ৩
ঘ. লেনদেন সম্প্রসারণ ও ব্যবসায়-বাণিজ্যের অগ্রগতিতে মুদ্রার ভূমিকা বিশ্লেষণ কর। ৪

৬। জনাব সামাদ মাসিক বেতন ৫০,০০০ টাকা পেলেন। এ থেকে ২০,০০০ টাকা ভাড়া পরিশোধ করেন। ১,৫০০ টাকা দিয়ে মেয়ের জন্য জামা কিনেন। 'X' ব্যাংকে ডিপিএস করেন ৫,০০০ টাকা। উক্ত ব্যাংকের কাছ থেকে এসি কেনার জন্য অর্থ সংগ্রহ করেন।
ক. মুদ্রা কাকে বলে? ১
খ. ব্যাংকের আমানত সংগ্রহ এবং ঋণ প্রদান একে অন্যের ওপর নির্ভরশীল— ব্যাখ্যা কর। ২
গ. জনাব সামাদের কার্যক্রমের ক্ষেত্রে মুদ্রার ভূমিকা বর্ণনা কর। ৩
ঘ. উদ্দীপকের আলোকে 'X' ব্যাংকের কার্যক্রম বিশ্লেষণ কর। ৪

৭। গত সপ্তাহে পূর্ণতা তার মায়ের সাথে ব্যাংকে গিয়ে বুঝতে পারে ব্যাংক শুধু জমা বা তোলার স্থান নয়, এখানে আরও অনেক কার্যক্রম পরিচালিত হয়। ব্যাংক হতে বাসায় আসার পর রিকশাচালককে ভাড়া বাবদ ৫০ টাকা প্রদান করে।
ক. কোন দশকে বিরাষ্ট্রীয়করণ প্রক্রিয়া শুরু করে? ১
খ. বিনিময় প্রথা বলতে কী বোঝায়? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে ব্যাংকের বিভিন্ন কার্যাবলি বলতে কী বোঝানো হয়েছে? ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. রিকশাচালককে ভাড়া প্রদানের ক্ষেত্রে মুদ্রার কাজের ধরন মূল্যায়ন কর। ৪

৮।

চিত্র-ক

চিত্র-খ

ক. LC এর পূর্ণরূপ কী? ১
খ. মুদ্রার সবচেয়ে প্রধান কাজ কোনটি? ব্যাখ্যা কর। ২
গ. উদ্দীপকে উল্লিখিত 'ক' চিত্রটির ব্যাপক প্রসার লাভের কারণ ব্যাখ্যা কর। ৩
ঘ. চিত্র-খ প্রতিষ্ঠানটি গঠনে চিত্র 'ক' এর অবদান মূল্যায়ন কর। ৪

উত্তরসূত্র ▸ সংক্ষিপ্ত-উত্তর প্রশ্ন

১ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ১নং প্রশ্ন ও উত্তর	৫ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৬নং প্রশ্ন ও উত্তর	৯ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ১১নং প্রশ্ন ও উত্তর	১৩ ▸ ৪৪৬ পৃষ্ঠার ১৬নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৩নং প্রশ্ন ও উত্তর	৬ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৭নং প্রশ্ন ও উত্তর	১০ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ১২নং প্রশ্ন ও উত্তর	১৪ ▸ ৪৪৬ পৃষ্ঠার ১৭নং প্রশ্ন ও উত্তর
৩ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৪নং প্রশ্ন ও উত্তর	৭ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৯নং প্রশ্ন ও উত্তর	১১ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ১৩নং প্রশ্ন ও উত্তর	১৫ ▸ ৪৪৬ পৃষ্ঠার ১৮নং প্রশ্ন ও উত্তর
৪ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ৫নং প্রশ্ন ও উত্তর	৮ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ১০নং প্রশ্ন ও উত্তর	১২ ▸ ৪৪৫ পৃষ্ঠার ১৪নং প্রশ্ন ও উত্তর	

উত্তরসূত্র ▸ সৃজনশীল প্রশ্ন

১ ▸ ৪৪৮ পৃষ্ঠার ২নং প্রশ্ন ও উত্তর	৩ ▸ ৪৪৯ পৃষ্ঠার ৪নং প্রশ্ন ও উত্তর	৫ ▸ ৪৫১ পৃষ্ঠার ৬নং প্রশ্ন ও উত্তর	৭ ▸ ৪৫২ পৃষ্ঠার ৮নং প্রশ্ন ও উত্তর
২ ▸ ৪৪৯ পৃষ্ঠার ৩নং প্রশ্ন ও উত্তর	৪ ▸ ৪৫০ পৃষ্ঠার ৫নং প্রশ্ন ও উত্তর	৬ ▸ ৪৫১ পৃষ্ঠার ৭নং প্রশ্ন ও উত্তর	৮ ▸ ৪৫৫ পৃষ্ঠার ১৪নং প্রশ্ন ও উত্তর